

বাংলাদেশের
সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh



নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 37 ■ Issue 03 ■ July 2021 ৩৭ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুলাই ২০২১

সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও নৌবাহিনী

আধুনিক নৌঅভিযান
উপযোগিতা বাড়াচ্ছে চালকবিহীন ডুবো ড্রোন
গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ
আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন



নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

বিশেষ রচনা



১৮

সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও নৌবাহিনী

বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশই এককভাবে তাদের
অর্থনৈতিক ভিত্তি সুসংহত করতে সক্ষম নয়। বৈদেশিক
বাণিজ্য এখন অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার মূল হাতিয়ার হয়ে
দাঁড়িয়েছে। এই বাণিজ্যে সমুদ্রের অবদান
অবিসংবাদিত। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে
হলে সমুদ্র বাণিজ্যকে নিৰ্বিল্ল ও নিরাপদ করতে হবে।
এক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে নৌবাহিনী।

সমুদ্র তরঙ্গ



২৬

আধুনিক নৌঅভিযান: উপযোগিতা বাড়াচ্ছে চালকবিহীন ডুবো ড্রোন

আকাশে ওড়া ড্রোনের কথা এখন সবাই জানে। কিন্তু
পানির নিচে চলাচলে সক্ষম ড্রোনের পরিচিতি এখনো
ঠিক সর্বজনবিদিত নয়। যদিও এই ধরনের ড্রোনের
ব্যবহার হচ্ছে বেশ আগে থেকেই। এমনকি পরীক্ষামূলক
ব্যবহার ছাড়িয়ে মূল ধারার কার্যক্রমে ডুবো ড্রোনকে
কাজে লাগানোর প্রচলনও অনেক দিনের। অসামরিক
বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে
নৌবাহিনীগুলোর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হয়ে গেছে
এই ড্রোনগুলো, কেতাবি ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে
আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (ইউইউভি)।





প্রধান রচনা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫
নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ১৫
জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতার খবর

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২২
আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ৩০
দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ৩৬
নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৮
নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৪২
ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্কাউট ও শিক্ষা

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪৩
নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৬

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

কোরাল সি'র যুদ্ধ

১৯৪২ সালের মে মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা তখন পুরোদমে বাজছে। মিত্র ও অক্ষশক্তি একে অপরকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টায় মরিয়া। এমনই এক পরিস্থিতিতে ৪-৮ মে সংঘটিত হয় ব্যাটল অব কোরাল সি। ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভি (আইজেএন) এবং যুক্তরষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার নৌ-বিমান সম্মিলিত শক্তির মধ্যে প্রথম বড় কোনো নৌযুদ্ধ এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্যাসিফিক থিয়েটারে সংঘটিত এই যুদ্ধের বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুই পক্ষের বিমানবাহী রণতরীগুলো সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। আর দ্বিতীয়ত, দুই পক্ষের জাহাজগুলো একে অন্যের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করেই আক্রমণ পরিচালনা করছিল।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু পরম্পরের পরিপূরক। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিক্ষমত সদ্য স্বাধীন দেশ গঠনেও এ বাহিনীর কাজ করেছে নিরলসভাবে। স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা পেতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন সংকট কাটিয়ে এই দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে সুগঠিত হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। একটি আধুনিক ও সক্ষম ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার পথে মূল পাথরে।

০৯

শীর্ষ সংবাদ



০৮

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৯ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এদিন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের গৌরবময় অংশগ্রহণের ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। সেনাকুঞ্জে শহিদ শান্তিরক্ষীদের নিকটাত্মীয় এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ।

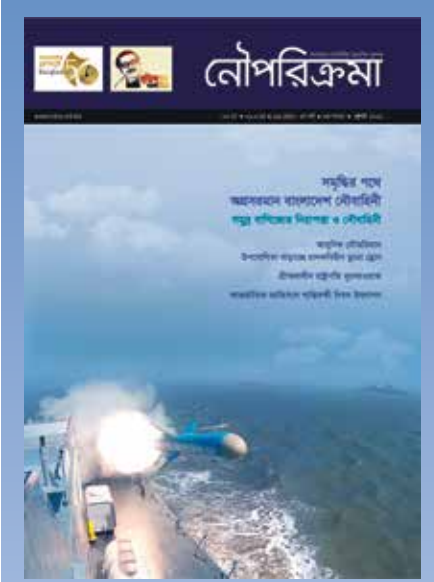
শীর্ষ সংবাদ



০৫

নৌপ্রধানের তুরস্ক সফর

বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল রাষ্ট্রীয় সফরে ২৭ মে তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তুরস্কের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদনান ওজবেলের আমন্ত্রণে তিনি এ সফর করেন। তুরস্ক সফরকালে নৌপ্রধান দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি ও আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনি দেশটির নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদনান ওজবেলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।



উপদেষ্টা

রিয়াজ এডমিরাল এম মাহবুব-উল ইসলাম
বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমন্ডার মীর এরশাদ আলী, (জি), ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

উপ-প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার মোহাম্মদ জাররার হোসেন খান, (সি), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

সহকারী সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, বিএন

সম্পাদনা সহকারী

রাসেল রানা, পিও (রাইটার)
শহিদুল ইসলাম, পিও (রাইটার)
মোঃ শাহিনুর রহমান, এলএনই

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার শবনম পারভীন স্তম্ভা, পিএসসি, বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার রিংকু বড়ুয়া, বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্লিট: কমান্ডার এম শফিকুল ইসলাম, (জি), বিএন
কমান্ডার ফ্লোটিল্ডা ওয়েস্ট: ইঃ লেঃ কমান্ডার এস এম আর-রাহবারুল
ইসলাম, বিএন
বিএন ডকইয়ার্ড: লেঃ মোঃ সাকিবর সাঈদী, (এস), বিএন
কমসোয়াডস: লেঃ আরাফাত হোসাইন, (এক্স), বিএন
কমনাল্ড: লেঃ কমান্ডার মোঃ মইদুল হক, (এক্স), বিএন
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি: ইঃ লেঃ এম এম আজমুলুর রহমান, বিএন
বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেব: ইঃ সাঃ লেঃ এস এম দেলোয়ার হোসেন, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌ গোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩
ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫

উত্তরা, ঢাকা-১২১০

ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

বঙ্গোপসাগরে নিজ স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে আসছে

আধুনিক বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের আশীর্বাদে অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেক বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এখন। এ অবস্থায় অগ্রযাত্রার গতি ধরে রাখার কোনো বিকল্প নেই। বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সে কাজটিই করে চলেছে। কয়েক বছর আগের নৌবাহিনীর তুলনায় বর্তমানের নৌবাহিনী সক্ষমতার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে। নৌবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছে। একটি আধুনিক ও সক্ষম ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার পথে মূল পাথর।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সিংহভাগ কার্যক্রম যেহেতু নৌপথ ও সমুদ্রকেন্দ্রিক, তাই এর কৌশলগত পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে নৌজাহাজ ব্যবস্থাপনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে নৌবাহিনী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। নৌবহরের সক্ষমতা বৃদ্ধি সাম্প্রতিক সময়ের বড় অর্জন। জাহাজসমূহে আধুনিক সার্ভাইল্যান্স ইকুইপমেন্ট সংযোজন করা হচ্ছে ও কমব্যাট সিস্টেমসমূহের আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান। সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টিকে নৌবাহিনী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে নতুন কারিকুলাম ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি। উন্নতমানের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশে কার্যকর ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌসদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরে নিজ স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখতে বাংলাদেশ বরাবরই আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমন্বিত অভিযানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে অন্য দেশের নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ অনুশীলন ও যৌথ নৌ-অভিযানের আয়োজন করা হয় নিয়মিত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নৌবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা, বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিয়ে রয়েছে এবারের প্রধান রচনা।

আধুনিক যুগে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক অর্থনীতি। আর এই ভিত্তিকে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন। সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব যত প্রকট হচ্ছে, সাগরের নিরাপদ ব্যবহার তত জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমুদ্র বাণিজ্যের মতো সাগরে জলদস্যুর হামলার ইতিহাসও বেশ পুরনো। আর সুনীল অর্থনীতির এই যুগে সমুদ্র সার্বভৌমত্বের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করায় নৌ-চলাচলের নিয়মকানুন এখন আর সরল নেই। বলা চলে, সামরিক ও অসামরিক-এই দুই ধরনের প্রভাবক এখন সমুদ্র পরিবহনে নিরাপত্তার বিষয়টির নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের আইনপ্রণেতা ও সামরিক নেতাদের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমুদ্র নিরাপত্তা। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে আক্রমণের ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংস হয়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তায় মেরিটাইম প্রতিষ্ঠান ও সামরিক বিভিন্ন কাজে নৌবাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে বিশেষ রচনায়।

পানির নিচের বিভিন্ন গবেষণা, অনুসন্ধান বা সার্ভাইল্যান্সের কাজে আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (ইউইউভি) ব্যবহার করা হয়। তবে এর কার্যকারিতা কেবল এসব কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গত দুই দশকে ইউইউভি নৌবাহিনীর মূল কার্যক্রমের অংশ হয়ে গেছে। বৃদ্ধিমান বিভিন্ন নৌ-অপারেশনে এখন এই ডুবো ড্রোনগুলোর ব্যবহার অনেক বেশি হচ্ছে। ২০০৩ সালে মার্কিন নৌবাহিনী প্রথম তাদের কার্যক্রমে ইউইউভি ব্যবহার করে। ইরাকের উন্মোচন কসরে পোট ক্রিয়ারেসে এগুলো কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আর বর্তমানে মাইন কাউন্টারমেজার (এমসিএম), রুট সার্ভে, পোট সার্ভাইল্যান্স, ওশানোগ্রাফিক ও হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং যুদ্ধ-পূর্ব গোয়েন্দা প্রস্তুতির মতো কাজে ইউইউভি বহুলভাবে ব্যবহৃত। ইউইউভি নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদনে।



আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন এবং 'শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৯ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এদিন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের গৌরবময় অংশগ্রহণের ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, জাতিসংঘ মহাসচিব এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী পৃথক পৃথক বাণী দেন। সেনাকুঞ্জে শহিদ শান্তিরক্ষীদের নিকটাত্মীয় এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সংবর্ধনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেলো, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেলো জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেসের একটি বার্তা পাঠ করে শোনান। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের

সিনিয়র সচিব, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কূটনীতিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তি রক্ষার কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যেসব সদস্য নিঃস্বার্থভাবে ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত অবস্থায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই সব বীর শহিদকে স্মরণ করেন এবং আহত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো, সেন্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিক এবং লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী কন্টিনজেন্টের সাথে মত বিনিময় করেন।

এর আগে সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এদিন সকালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে পুরাতন বিমানবন্দর মসজিদ কমপ্লেক্সে এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পিসকিপার্স রানের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার প্রধান অতিথি হিসেবে 'পিসকিপার্স রান' উদ্বোধন করেন। এতে অংশ নেন, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী, সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের শান্তিরক্ষীগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ জার্নাল 'শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ

এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বিশেষ টক-শো সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের কার্যক্রমের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে প্রচারিত হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। ১৯৮৮ সাল থেকে অংশ নিয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারি মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাদের অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দিবসটি অন্যান্য নৌাঞ্চল ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে।

নৌপ্রধানের তুরস্ক সফর

বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এক রাত্তরীয় সফরে ২৭ মে তুরস্কের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদান ওজবেলের আমন্ত্রণে তুরস্ক সফর করেন।

তুরস্ক সফরকালে নৌপ্রধান দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি ও আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনি দেশটির নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদান ওজবেলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌসদর দপ্তরে পৌঁছালে একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

তুরস্ক নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সাক্ষাৎকালে নৌপ্রধান বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যকার

বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তি রক্ষার কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যেসব সদস্য নিঃস্বার্থভাবে ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত অবস্থায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই সব বীর শহিদকে স্মরণ করেন এবং আহত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো, সেন্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিক এবং লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী কন্টিনজেন্টের সাথে মত বিনিময় করেন।

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ
নেভাল একাডেমিতে
মিডশিপম্যান ২০১৮/বি
ব্যাচ এবং ডাইরেস্ট
এন্ট্রি অফিসার (ডিইও)
২০২১/এ ব্যাচের নবীন
কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন
রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ
২৭ জুন অনুষ্ঠিত
হয়েছে। নৌবাহিনী
প্রধান এডমিরাল এম
শাহীন ইকবাল প্রধান
অতিথি হিসেবে
উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ
কুচকাওয়াজ পরিদর্শন
ও সালাম গ্রহণ করেন।
কোভিড-১৯
পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ
শেষে নৌবাহিনীর
২০১৮/বি ব্যাচের ৪৭
জন মিডশিপম্যান এবং
২০২১/এ ব্যাচের ১৮
জন ডাইরেস্ট এন্ট্রি
অফিসারসহ সর্বমোট
৬৫ জন নবীন কর্মকর্তা
কমিশন লাভ করেন।
এদের মধ্যে ৯ জন
মহিলা কর্মকর্তা
আছেন।



তুরস্ক সফরকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করে দেশটির নৌবাহিনী

প্রশিক্ষণ, জাহাজ নির্মাণ, সাইবার নিরাপত্তায়
পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন
দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা
করেন। এছাড়া নৌপ্রধান তুরস্কের সশস্ত্র
বাহিনীর প্রধান জেনারেল স্টাফ জেনারেল
ইয়াছের গুলারসহ সেনা ও বিমান বাহিনী
প্রধান এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের সভাপতির
সাথে দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত
বিনিময় করেন। এ সময় নৌপ্রধান দেশটির
মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার, নেভাল
ওয়ার কলেজ, ইস্তাম্বুল নেভাল শিপইয়ার্ড,
গোলচুক নেভাল কমান্ড ও শিপইয়ার্ডসহ
গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জামাদি নির্মাতা ও
জাহাজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, সামরিক জাদুঘর,
বিভিন্ন ঘাঁটি ও স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে
মিডশিপম্যান ২০১৮/বি ব্যাচ এবং ডাইরেস্ট
এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২১/এ ব্যাচের
নবীন কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি
কুচকাওয়াজ ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন
ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত
থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও
সালাম গ্রহণ করেন। কোভিড-১৯
পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ শেষে নৌবাহিনীর
২০১৮/বি ব্যাচের ৪৭ জন মিডশিপম্যান এবং
২০২১/এ ব্যাচের ১৮ জন ডাইরেস্ট এন্ট্রি
অফিসারসহ সর্বমোট ৬৫ জন নবীন

কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে
৯ জন মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন। সদ্য
কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে মিডশিপম্যান
২০১৮/বি ব্যাচের সাইফ খান বিজন সকল
বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে সেরা
টোকস মিডশিপম্যান হিসেবে 'সোর্ড অব
অনার' লাভ করেন। এছাড়া মিডশিপম্যান
মো. আবুল কাশেম প্রশিক্ষণে দ্বিতীয়
সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে 'নৌপ্রধান
স্বর্ণপদক' এবং ডাইরেস্ট এন্ট্রি অফিসার
২০২১/এ ব্যাচের অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট
মো. মেহেদী হাসান তুহিন শ্রেষ্ঠ ফলাফল
অর্জনকারী হিসেবে 'বীর শ্রেষ্ঠ শহিদ রুহুল
আমিন স্বর্ণপদক' লাভ করেন। কুচকাওয়াজ
অনুষ্ঠান শেষে সদ্য নবীন কর্মকর্তাদের
উদ্দেশ্যে নৌবাহিনী প্রধান তাঁর ভাষণে,
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের এই
বিশেষক্ষণে স্বাধীনতার স্বপতি ও সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা
গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেইসাথে
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর
নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ
আত্মত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ
করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য প্রজ্ঞায়
বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে
উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি
লাভ করেছে। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি
ত্রিমাত্রিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে
সুপ্রতিষ্ঠিত।' নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে
ইতিমধ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত বহুমুখী
পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে নৌপ্রধান
বলেন, 'গত প্রায় এক দশকে নৌবহরে

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফটসহ আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে এবং সম্প্রতি নতুন ছয়টি যুদ্ধজাহাজ নৌবহরে কমিশনিং করা হয়েছে। ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরও উন্নততর জাহাজ এবং আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্মাণাধীন ঘাঁটিসমূহের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নৌবাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড ও শিপইয়ার্ডগুলোর আধুনিকায়নের কাজও চলমান রয়েছে।’ কোভিড-১৯ এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বর্তমান সরকারের সময়োচিত বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে এখন পর্যন্ত অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। সরকার প্রণীত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি নৌসদস্যের জন্য টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

দুর্যোগময় এ পরিস্থিতির মধ্যে নবীন কর্মকর্তাগণ তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে যে উন্নত প্রশিক্ষণ ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে, নৌপ্রধান তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। নৌপ্রধান একইসাথে কঠোর এ প্রশিক্ষণ প্রদানে যে সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও নৌসদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ‘আজকের নবীন কর্মকর্তারা নেভাল একাডেমি থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে সেরা চৌকস মিডশিপম্যান সাইফ খান বিজন নৌপ্রধানের হাত থেকে ‘সোর্ড অব অনার’ গ্রহণ করছেন

কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।’ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ ও সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

খুলনার নৌঘাঁটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ/২০২১ ব্যাচের ৪৮৬ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭

জুনের এই অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন এবং কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। মো. ইউশা হৃদয় পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে ‘নৌপ্রধান পদক’, মো. রনি সরকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ‘কমখুল পদক’ এবং রিয়াজ উদ্দিন হৃদয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে ‘তিতুমীর পদক’ লাভ করে।

কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা এবং সরকারের প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি মেনে নবীন নাবিকদের

খুলনার নৌঘাঁটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ/২০২১ ব্যাচের ৪৮৬ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ জুনের এই অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন এবং কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। মো. ইউশা হৃদয় পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে ‘নৌপ্রধান পদক’, মো. রনি সরকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ‘কমখুল পদক’ এবং রিয়াজ উদ্দিন হৃদয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে ‘তিতুমীর পদক’ লাভ করে।

নবীন নাবিক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে সেরা চৌকস নাবিককে টিফি প্রদান করছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



সমুদ্রপথে নিরাপদ বাণিজ্য, ব্লু-ইকোনমি এবং সমুদ্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে ২১ জুন বিশ্বব্যাপী ‘হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ‘হাইড্রোগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একশত বছর’।

প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমাপনী কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে, স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেইসাথে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ‘বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্তিক ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক ও যুগোপযোগী নৌবাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।’ নৌবাহিনীর উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মনোবল ও সাহস নিয়ে নবীন নাবিকদের একযোগে দেশের জন্য কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন নৌপ্রধান। তিনি তাঁর বক্তব্যে নৌযাঁচি তিতুমীরে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যোগ্য নাবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন নাবিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালন

সমুদ্রপথে নিরাপদ বাণিজ্য, ব্লু-ইকোনমি এবং সমুদ্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে ২১ জুন বিশ্বব্যাপী ‘হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ‘হাইড্রোগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একশত বছর’। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চিফ হাইড্রোগ্রাফারের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল থেকে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সেমিনারে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, হাইড্রোগ্রাফি ও মেরিটাইম সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে নৌপথের সুরক্ষা, সমুদ্রসম্পদ আহরণ, ব্লু ইকোনমির সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোড়দার, জাতীয় পর্যায়ে সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পর্যটন এবং পরিবেশ রক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সরকারের ‘ডেল্টা প্ল্যান ২১০০’ বাস্তবায়নে হাইড্রোগ্রাফি সেবার বিষয়টিও সেমিনারে তুলে ধরা হয়।

হাইড্রোগ্রাফি সেবাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয় সেমিনারে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার ৭০তম সদস্য দেশ হিসেবে হাইড্রোগ্রাফি-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সমুদ্র অঞ্চলের সকল হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। হাইড্রোগ্রাফির প্রচার-প্রসার, জাতীয় হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার মান অনুযায়ী পেপার ও ইলেকট্রনিক নটিক্যাল চার্ট তৈরিতে সক্ষমতা ও সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দেশের অধিকৃত সমুদ্র অঞ্চলের ৯টি আন্তর্জাতিক সিরিজের চার্ট এবং ১১টি ইলেকট্রনিক নেভিগেশনাল চার্টসহ মোট ৬৩টি নটিক্যাল চার্ট প্রকাশ করেছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ সকল চার্ট সমুদ্রপথে নিরাপদ নৌ-চলাচলে নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারে এবং নিরাপদ নৌ-চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল



সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বাঙালি জাতির জন্য বিশেষ এক মাইলফলক অর্জনের বছর ২০২১। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশ আজ সার্বভৌমত্ব অর্জনের ৫০ বছর পার করতে চলেছে। এ বছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু পরম্পরের পরিপূরক। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন নবীন দেশ গঠনেও এ বাহিনীর নিবেদন বিসংবাদের উর্ধ্বে। স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা পেরোতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন সংকট কাটিয়ে এই দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে সুগঠিত হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

নৌবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছে। একটি আধুনিক ও সক্ষম ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠার পথে রয়েছে নৌবাহিনী। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার পথে মূল পাথেয়।

আধুনিক বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে প্রতিনিয়ত আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সে কাজটিই করে চলেছে। কয়েক বছর আগের নৌবাহিনীর তুলনায় বর্তমানের নৌবাহিনী সক্ষমতার দিক থেকে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কার্যক্রম ও অর্জনগুলো তুলে ধরা যাক—

সক্ষমতা বৃদ্ধি

নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি সাম্প্রতিক সময়ের বড় অর্জন। সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে নৌবাহিনী

সংযুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম। আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে জাহাজসমূহে সার্ভাইল্যান্স ইকুইপমেন্ট সংযোজন করা হচ্ছে এবং কমব্যাট সিস্টেমসমূহের আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি সফলভাবে বানৌজা বঙ্গবন্ধু জাহাজে এফএম ৯০এন সারফেস টু এয়ার মিসাইল ফায়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। জাহাজসমূহে স্থাপন করা হয়েছে গ্রিডি সার্চ ও সার্ভাইল্যান্স রাডার, আধুনিক নেভিগেশনাল রাডারসহ হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি, ট্যাকটিকাল ডেটা লিংক সিস্টেম। নৌ-সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের ৫ নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পাঁচটি জাহাজের কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়। এগুলো হলো—বানৌজা ওমর ফারুক, বানৌজা আবু উবাইদাহ, বানৌজা প্রত্যাশা, বানৌজা দর্শক ও বানৌজা তন্নাশি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নৌবাহিনী বর্তমানে একটি পেশাদার শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে

পরিণত হয়েছে। নৌবাহিনীর সংযোজিত সাবমেরিন বানৌজা নবযাত্রা ও জয়যাত্রা সফলতার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিসংবলিত বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ—ফ্রিগেট, করভেট, লার্জ পেট্রোল ক্রাফট, অফশোর পেট্রোল ভেসেল, পেট্রোল ক্রাফট, জরিপ জাহাজ আমাদের নৌবাহিনীর গতিশীলতাকে অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি সমুদ্রে অপরাধ ও চোরাচালান দমনে বিশেষায়িত নৌকমান্ডো দল সোয়াডস সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। সমুদ্রে জরুরি উদ্ধার ও টহল পরিচালনার কাজে মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রাখছে।

নৌবাহিনীকে সার্বক্ষণিক অপারেশনাল রাখতে সংযুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ঘাঁটি ও অবকাঠামো সুবিধা। এর অংশ হিসেবে সাবমেরিন ফ্লিট সম্প্রসারণের জন্য কুতুবদিয়ার পেকুয়ায় বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি ও পটুয়াখালীর রাবনাবাদে বানৌজা শের-ই-বাংলা নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।



পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিয়মিত বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর সাথে মহড়ায় অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। তুরস্ক সফরে বাংলাদেশ ও তুরস্কের নৌপ্রধানগণ দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন

প্রশিক্ষণ

সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টিকে নৌবাহিনী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজন বাস্তবসম্মত ও কার্যকর প্রশিক্ষণ, যা বাস্তবসম্মত জ্ঞান ও বহুমুখী শিক্ষার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করে। বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে নৌসদস্যদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ সুবিধার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে নতুন কারিকুলাম ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি। উন্নত মানের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশে কার্যকর ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌসদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধাসংবলিত নতুন অবকাঠামো ও স্থাপনা। এছাড়া বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান দায়িত্বভার গ্রহণের পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মকর্তাদের জন্য পিডব্লিউও (জি), পিডব্লিউও (এন), বিডব্লিউও (ট্যাজ) ও পিডব্লিউও (সি) স্পেশালাইজেশন কোর্স চালু, শিক্ষা শাখার ডাইরেক্টর এন্ট্রি কর্মকর্তাদের (টেকনিক্যাল ব্যাক গ্রাউন্ডের) স্পেশালাইজেশন কোর্স চালু এবং মিউজিক স্কুলে ব্যান্ড মাস্টার কোর্স চালুকরণ ও মিউজিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন

বঙ্গোপসাগরে নিজ স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলকে

সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ রাখতে বাংলাদেশ বরাবরই আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমন্বিত অভিযানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীও সবসময়ই অত্যন্ত আন্তরিক। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ অনুশীলন ও যৌথ নৌ-অভিযানের আয়োজন করা হয় নিয়মিত। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল তুরস্কের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আদনান ওজবেলের আমন্ত্রণে তুরস্ক সফর করেন। এই সফরে তিনি দেশটির নৌবাহিনী প্রধান, প্রতিরক্ষা শিল্পের সভাপতি ইসমাইল দেমিরসহ সেনা ও বিমানবাহিনী প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

এছাড়া তিনি রাশিয়ার নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিকলাই আনাতোলেভিচ ইয়েভমেনভের আমন্ত্রণে রাশিয়া সফর করেন। এই সফরে তিনি রাশিয়ার পঞ্চম মেইন নেভাল প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া নৌপ্রধান উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নৌবাহিনী প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল মাইকেল এম গিলডের আমন্ত্রণে ২৪তম আন্তর্জাতিক সি পাওয়ার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এই সিম্পোজিয়ামে সামুদ্রিক সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা, সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক স্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়া নৌবাহিনী প্রধান ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল করমবীর সিংয়ের আমন্ত্রণে ভারত গমন করেন। সফরকালে নৌবাহিনী প্রধান ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, ভারতের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং ভারতের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল করমবীর সিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌপ্রধানের এসব সফর দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সমুদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও ভারতের নৌবাহিনী যৌথভাবে কো-অর্ডিনেটিং পেট্রোল (করপ্যাট) আয়োজন করে। দুই দেশের সমুদ্রসীমায় মানব পাচার ও অবৈধ মৎস্য শিকার রোধে এই মহড়া পরিচালনা করা হয়। এতে ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ ‘আইএনএস কিলতান’ ও ‘আইএনএস থুকারি’ অংশ নেয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষে অংশ নেয় বানৌজা প্রত্যয় ও বানৌজা আবু বকর। এছাড়া বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া কো-অপারেশন এল্ফোট রেডিয়ান্স অ্যান্ড ট্রেনিং (কারাত ২০২১) এবং এক্সারসাইজ টাইগার সার্ক বন্ধুপ্রতিম সম্পর্কেরই উদাহরণ।

নৌ-পরিকল্পনায় গতিশীলতা

কৌশলগত পরিকল্পনা একটি বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৌবাহিনীকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিশীল ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে নৌবহরের সক্ষমতা বজায় রাখতে ‘ভিশন-২০৩০’ এর আলোকে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নৌবহরে অফশোর পেট্রোল ভেসেল (ওপিভি), লার্জ পেট্রোল ক্রাফট (এলপিসি) ও ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংকের (এলসিটি) ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দেশীয় শিপইয়ার্ডে প্রাটফর্মসমূহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ প্রক্রিয়াকরণ। এছাড়া নৌবহরে মাইন কাউন্টার মেজার ভেসেল (এমসিএমভি) ও সার্ভে শিপের ঘাটতি পূরণ/সক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য থেকে অফ দ্য শেলফ জাহাজগুলো প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে হোভার ক্রাফট সংযোজনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও ডিসিএলের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে লজিস্টিক শিপ, সমুদ্রগামী টাগ নৌবহরে সংযোজনের প্রক্রিয়াকরণ চলছে। এছাড়া নৌবাহিনী থেকে ডিকমিশনকৃত জাহাজসমূহের প্রতিস্থাপক হিসেবে নতুন জাহাজ ক্রয় ও নির্মাণের পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। নতুনভাবে সংযোজিত আরও চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি (এলসিইউ) ও একটি টাগ বোটের নামকরণ করা হয়েছে। চারটি এলসিইউ হলো বানৌজা ডলফিন, বানৌজা তিমি, বানৌজা টুনা ও বানৌজা পেঙ্গুইন। আর বঙ্গবন্ধু টানেল টাগ বোটের নাম দেওয়া হয়েছে বানৌজা মোহনা। এছাড়া খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন পাঁচটি পেট্রোল ক্রাফটের মধ্যে দুটি ২০২১-২২ অর্থবছর ও অবশিষ্ট তিনটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে সম্পূর্ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো-বানৌজা শহীদ দৌলত, বানৌজা শহীদ ফরিদ, বানৌজা শহীদ

মহিবল্লাহ, বানোজা শহীদ আক্তার উদ্দিন, বানোজা বিশখালী। এছাড়া তিনটি ডাইভিং বোট অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নৌ অনুশীলন

বহুমুখী ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া নৌবাহিনীর কৌশলগত দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীও তার সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও চৌকস করে গড়ে তুলতে নিয়মিত মহড়া ও নৌ অনুশীলন করে থাকে।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সকল নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস)। আর ২০১৭ সালের ২৭-২৯ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত হয় বহুজাতিক যুদ্ধজাহাজের মহড়া মাস্টিফায়ারাল মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এক্সারসাইজ বা ইমসারেক্স। আইওএনএসের চেয়ারম্যান হিসেবে এই মহড়া আয়োজনের দায়িত্ব পায় বাংলাদেশ। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাংলাদেশের জলসীমায় এটি ছিল প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া। এই আয়োজন আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বলয়ে বাংলাদেশের উপস্থিতিকে আরেক ধাপ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২০ পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এর সমাপনী দিনে পরিচালিত বিভিন্ন মহড়ার মধ্যে বানোজা বঙ্গবন্ধু ও বানোজা দুর্ধর্ষ থেকে মিসাইল উৎক্ষেপণ উল্লেখযোগ্য। বানোজা দুর্ধর্ষ থেকে সি-৭০৪ মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয়, যা সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়।

ইমসারেক্সের আলোকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর) সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জলদস্যুতা

প্রতিরোধ, মানব পাচার ও চোরাচালান দমন, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা প্রদানসহ সমুদ্র সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সম্মেলন উপলক্ষে কক্সবাজারের ইনানী এলাকায় কজওয়েসহ বিশেষায়িত জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। সম্মেলন শেষে এই জেটি পর্যটন শিল্পের উৎকর্ষের কাজে ব্যবহার করা হবে। এতে বাংলাদেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় পর্যটন আরও বেগবান হবে।

জেটি নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে হাতে নেওয়া প্রথম পর্ব চলমান রাখা, ২০২০-২১ অর্থবছরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের কাজ হাতে নেওয়া এবং পঞ্চম তথা শেষ পর্বের কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে চলেছে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগতি

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। বাংলাদেশ নৌবাহিনী আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের মাধ্যমে ক্রমেই চৌকস বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠছে। নৌবাহিনী এরই মধ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নৌসদরের স্থাপিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একমাত্র ডেটা সেন্টারের ব্যাকআপ হিসেবে নৌভান্ডার চট্টগ্রামে ডিজাস্টার রিকোভারি ডেটা সেন্টার (ডিআরডিসি) স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সব পরীক্ষা, মিটিং, কনফারেন্স ইত্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ অঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া জুম, স্কাইপ, মাইক্রোসফট টিম ইত্যাদি অ্যাপ ব্যবহার করে ভিডিও টেলিকনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নৌসদর দপ্তর ও বিভিন্ন নৌ-প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সভা, সম্মেলন ও বৈঠক আয়োজনের লক্ষ্যে কনফারেন্সিং ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন

সভা, সেমিনার, ব্রিফিং ইত্যাদি কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনার জন্য জুম অ্যাপস (বিজনেস ভার্সন) সাবস্ক্রিপশন ক্রয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ডিজিটাল আদান-প্রদানকৃত সব তথ্যের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি ডেভিকেটেড সিকিউর নেটওয়ার্ক (বিএন নেট) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নৌবাহিনীর বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার/সার্ভিস/সিস্টেম অটোমেশন চালু করা হয়েছে। যেমন রেশন অ্যান্ড ক্রোডিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন, ইকুইপমেন্ট ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (ইডিএমএস), বাংলাদেশ নেভি অফিসার্স ইনফরমেশন সিস্টেম (বিএনওআইএস) আপগ্রেডেশন, নেভাল সেক্রেটারিয়েট আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (এনএসএএমএস), অনলাইন টেন্ডারিং অ্যান্ড বিলিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি।

নৌসদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের (এনআইডি) মাধ্যমে কোভিড-১৯ সুরক্ষা সার্ভারে টিকা কার্ড নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় ভেটিং-সংক্রান্ত সমন্বয় সাধন করেছে নৌ তথ্য ও প্রযুক্তি পরিদপ্তর।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব কারিগরি প্রযুক্তি দ্বারা সিএনআরডির (সেন্টার ফর নেভাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) মাধ্যমে বিভিন্ন জাহাজের নানাবিধ কন্ট্রোল সিস্টেম সচলকরণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়া ড্রোন টার্গেট প্রজেক্টের আওতায় এরই মধ্যে নির্মাণাধীন সাবমেরিন ঘাঁটি বানোজা শেখ হাসিনা, বানোজা ভাটিয়ারীর জন্য সার্ভেইল্যান্স ড্রোন ও কমফ্লোট ওয়েস্টারের জন্য মুভিং টার্গেট ড্রোন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম ও অবদান ডিজিটালি তুলে ধরার লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি





করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় হতদরিদ্রদের মাঝে নৌবাহিনীর ত্রাণ সহায়তা প্রদান

ওয়েবসাইট চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নৌবাহিনীর ইতিহাস যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যেই মূলত এই উদ্যোগ। এই ওয়েবসাইট থেকে নৌবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কে সহজেই জানা সম্ভব হবে।

এছাড়া বিভিন্ন নৌমহড়া ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আন্তঃযোগাযোগ উন্নত করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এর অংশ হিসেবে ডেটা ও ভয়েস কমিউনিকেশনভিত্তিক একটি ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। ‘বিজয়-৫০’ নামের এই কমিউনিকেশন সিস্টেম চালু হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী উন্নয়ন পরিলক্ষিত হবে।

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও সঠিক দিকনির্দেশনায় করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউ মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে।

২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলাকে যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজ, ত্রাণ বিতরণ কিংবা পুনর্বাসনে নৌবাহিনী সবসময়ই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। করোনা দুর্যোগ মোকাবিলাতেও সরকারের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমুদ্র ও উপকূলীয় প্রত্যন্ত এলাকায় সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দেশের বেসামরিক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। তাদের এই লড়াইয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করেছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান থেকে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা। চট্টগ্রাম, খুলনা, চাঁদপুর,

বরিশাল, বরগুনা, ভোলাসহ অন্যান্য উপকূলীয় জেলা ও রাজধানী ঢাকায় নৌবাহিনী গৃহহীন ও অসহায় প্রায় ১৬ লাখ ৩৭ হাজার পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দিয়েছে। নৌবাহিনীর নিজস্ব তহবিল ও অনুদান দিয়ে সারা দেশে ১ কোটি ৩৬ লাখের বেশি পরিবারের কাছে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ঈদ উৎসবের সময় নৌসদস্যদের রেশনের একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে সহস্রাধিক অসহায় মানুষের মাঝে পোশাক ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনী সারা দেশের ন্যায্য নৌ-অঞ্চলসমূহে বসবাসরত নৌসদস্যসহ তাদের পরিবারবর্গের সদস্যদের মাঝে কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নৌসদস্যগণ করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন গ্রহণ করায় সংক্রমণের হার অনেকাংশে কমেছে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৭৮ জন নৌসদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করেছে।

ভাসানচরে বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের স্থানান্তর

২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে আসা বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে অস্থায়ী আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার নির্দেশ দেন ‘মাদার অব ইউম্যানিটি’ উপাধিতে ভূষিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভাসানচর দ্বীপটিকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা ও অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করে। একটি বিরানদ্বীপকে বসবাসের উপযোগী করে তোলা ছিল নৌবাহিনীর জন্য অত্যন্ত বড় একটি চ্যালেঞ্জ। সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী অল্প সময়ের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে রয়েছে মানসম্মত জীবন-জীবিকার সব সুবিধা। এতে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে। নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শরণার্থীরা এখানে বসবাস করতে পারবে।

১৩ হাজার একর আয়তন বিশিষ্ট ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। মোট ১২০টি ক্লাস্টার ও ১২০টি শেল্টার স্টেশন বা আশ্রয়কেন্দ্র নিয়ে গড়ে উঠেছে ভাসানচরের আশ্রয় প্রকল্প।

শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও স্থাপনা নির্মাণই নয়, বরং কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের কাজেও অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গত বছরের ডিসেম্বরে ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তর শুরু হয়। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বোট ক্লাব থেকে তাদের নৌবাহিনীর জাহাজে করে ভাসানচরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

এখন পর্যন্ত কক্সবাজারের কুতুপালং ও অন্যান্য শরণার্থী শিবির থেকে ২০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তরে সহায়তা করেছে নৌবাহিনী।

জাহাজ নির্মাণ

ঐতিহ্যগতভাবে বহু আগে থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ হতো। এ শিল্পে এখনো বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড ও চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডে জাহাজ নির্মাণ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ তৈরি করা হচ্ছে। এতে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও বেসামরিক নৌযান নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হচ্ছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ধীরে ধীরে ক্রেতার ভূমিকা থেকে নির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এরই মধ্যে নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের বহুরে এসব শিপইয়ার্ডে নির্মিত এলপিসি, পেট্রোল ক্রাফট, এলসিইউ, এলসিটি, জরিপ জাহাজ ও টাগবোট ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রগতি সোয়াডস কমান্ডের অধীন ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপের জন্য তিনটি ডাইভিং বোট নির্মাণের লক্ষ্যে ডিজিডিপি ও খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন পাঁচটি পেট্রোল ক্রাফটের (ব্যাচ-২) মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টির নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন দুটি জরিপ বোট নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডে নির্মাণাধীন একটি প্রশিক্ষণ বোট নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। অপর দিকে কর্ণফুলী টানেলের বিএনএসএসইউর জন্য দুটি ভিআইপি স্পিড বোট নির্মাণের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। এছাড়া সিএসডির জন্য দুটি জেনারেল টাইপ পন্টন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশীয় শিপইয়ার্ডে দুটি এলপিসি নির্মাণের লক্ষ্যে বিএন পর্যদ কর্তৃক বর্তমানে কারিগরি বিনির্দেশ চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশীয় শিপইয়ার্ডে তিনটি এলসিটি নির্মাণ করা হবে।

পূর্ত প্রকল্পে অগ্রগতি

বাংলাদেশ নৌবাহিনী বরাবরই কৌশলগত পরিকল্পনা, যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন পূর্ত কার্যক্রমে সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে। নৌবাহিনীর বিভিন্ন পূর্ত প্রকল্পের মধ্যে শাহীনবাবের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

সেন্টার, আরআইপি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঈসা খান ১৬ তলা এসএম ব্যারাক নির্মাণ, আরআরবি-এসএম ব্যারাক, ঈসা খান সুইমিংপুল, এনবি-২ জেটি, আইএফএফ সেন্টার, নিভীকে এসএম ব্যারাক, ভাটিয়ারীর সীমানাপ্রাচীর, মোংলায় দৈনিক ১২ লাখ লিটার পানি পরিশোধন সক্ষমতার রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্পের শেষ পর্বের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়া নেভি হাউসের ফলোয়ার্স কোয়ার্টার, ঢাকাস্থ বানৌজা হাজী মহসিন মসজিদ, বানৌজা শেখ মুজিব মসজিদ, বানৌজা তিতুমীর মসজিদ, সেইলস কলোনী মসজিদ, সোলাম মসজিদ, হাজী মহসিনে ডাইনিং সুবিধাসহ ১৪ তলা মাল্টিপারপাস ভবন, বানৌজা উল্কায দুটি ইগলু নির্মাণ, ঈসা খান ১০ তলা অফিসসহ আবাসন সুবিধা, বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ৬ তলা জেসিও'স ব্যারাক নির্মাণ, এসএম ফায়ারিং রেঞ্জ, সিএসডি, কমসোয়াডস ও তিতুমীরের প্রশাসনিক ভবন, ডকইয়ার্ডে ইউটিলিটি ডেইকল শেড, বানৌজা তিতুমীরের ড্রিল শেড, বানৌজা নিভীকে প্যারাসুট স্টোর নির্মাণ, তিতুমীরে বি/সি টাইপ বাসস্থান, উল্কা ও তিতুমীরে ওয়্যারহাউস নির্মাণ, উপশমে ছয়তলা হাসপাতাল এনেক্স ভবন নির্মাণের নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

নৌসদরস্থ ১২ তলা এমটি পুল, তিতুমীরের নবীন নাবিকদের ছয়তলা ডাইনিং হল ইত্যাদি প্রকল্পের পর্বভিত্তিক কাজ চালু রাখা এবং নতুনভাবে পর্বভিত্তিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

মৎস্যসম্পদ রক্ষায় নৌবাহিনী

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। ২০১৭ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া এই অনন্য সম্পদের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে

আসছে। প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ ঠেকাতে প্রতি বছরই কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকার। আর এই নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে পরিপালনে আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতি বছর ইলিশের প্রজনন মৌসুমে সরকার ২২ দিন ইলিশ ধরা, ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহন নিষিদ্ধ করে থাকে। গত বছর ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে ১ কোটি ৭৪ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ মিটার অবৈধ জাল ও ৯৯৫ কেজি মা ইলিশ জব্দ করে নৌবাহিনী।

এছাড়া চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা নিধন বন্ধ অভিযানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৭২ হাজার ৮২৩ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২৩০ কেজি জাটকা জব্দ করেছে। মা ইলিশ সংরক্ষণ ও জাটকা নিধন বন্ধ অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। জাতীয় মাছ ইলিশের পাশাপাশি অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে নৌবাহিনী। গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে ১৫টি মাছ ধরা ট্রলার, ৪৩ লাখ ২৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে নৌবাহিনী।

২০২০ সালের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্য সুরক্ষা অভিযান চলাকালে ৮৮ লাখ ৫৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, ৭২ হাজার ৫০০ মিটার বেহুন্দি জাল, ১২ হাজার মিটার ভাসমান জাল, ৯ হাজার ১০০ মিটার টং জাল, ১ হাজার ১২০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে করেছে। চলতি বছরের ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে যেকোনো ধরনের মৎস্য শিকার বন্ধ অভিযান পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে

মৎস্যসম্পদ রক্ষায় প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ও জাটকা নিধন অভিযানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী



বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নৌবাহিনী। এছাড়া চলতি বছরের ১০-১৮ জানুয়ারি এবং ২৫ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি বিশেষ চিকিৎসা অভিযান পরিচালনা করে ৩২ লাখ ২ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, ৭০০ মিটার অন্যান্য জাল ও ১ হাজার ১৬৫ কেজি জাটকা জব্দ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়ন

চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে সকল নৌ-অঞ্চলের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি। হাসপাতালসমূহে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে চিকিৎসা সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এর অংশ হিসেবে বানৌজা উপশমে আরটি-পিসিআর মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বানৌজা পতেঙ্গায় আরটি-পিসিআর ও সিটি স্ক্যান মেশিন স্থাপনের পাশাপাশি ভারত হতে প্রাপ্ত মেডিক্যাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট (এমওপি) স্থাপন করা হয়েছে। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অসামরিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্স। বানৌজা মোংলায় কর্মরত নৌসদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার সুবিধার্থে সিকবে সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন হাসপাতালে মেডিকেল আইটেম ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।

তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় উপকূলীয় জনগণ ও নৌপথে বিপদে পড়া জলযান উদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। চলতি বছরের মে মাসের শেষদিকে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’। এ সময় বরাবরের মতো বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে নৌবাহিনী। ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ৬ হাজার ২৮০টি পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণসহায়তা ও নগদ অর্থ বিতরণ করে নৌবাহিনী। এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় অন্যান্য জাহাজের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়।

গত বছরের ৫ আগস্ট ১ নং বয়ার কাছে বিকল হয়ে পড়ে এমভি আন নূর নামের একটি জাহাজ। নৌবাহিনীর উদ্ধারকারী জাহাজ বানৌজা শাপলা জাহাজটিকে উদ্ধার করে মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। এছাড়া ৪ অক্টোবর এফবি শাহ মদীনা নামের জাহাজ ৩৪ জন ক্রু নিয়ে মহেশখালীর কাছে ডুবে যায়। বানৌজা স্বাধীনতা ও বানৌজা অপরাজেয়া সেখানে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ক্রুদের উদ্ধার করে। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসমান এফবি আল হাসান নামের একটি মাছ ধরা ট্রলারকে ১৬ জন জেলেসহ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের নিকট থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ

নির্মূল উদ্ধার করে। এছাড়া ২৩ জানুয়ারি এফবি জানজাবিন নামের একটি মাছ ধরা ট্রলার এলিফ্যান্ট পয়েন্টের কাছে ডুবে যায়। বানৌজা সমুদ্র অভিযান, বানৌজা নির্মূল, বিএন এমপিএ ও বিএন হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়ে জেলেদের জীবন রক্ষা করে।

গত ৪ এপ্রিল এমবি সাবিত আল হাসান নামের একটি লঞ্চ শীতলক্ষ্যা নদীতে ডুবে যায়। বানৌজা শেখ মুজিবের দুটি ডাইভিং টিম সেখানে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম সুপার পেট্রোল জেটিতে হীরাবতী-১ নামের একটি অয়েল ট্যাংকারে আগুন লেগে যায়। সেই আগ্নেয়গিরির খবর পেয়ে বানৌজা পশুর অগ্নিনির্বাপণে অংশ নেয় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এছাড়া ১৪ আগস্ট ৩৬ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বহনকারী একটি নৌকা ভাসানচরের কাছে ডুবে যায়। স্থানীয় জেলেরা ১২ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও বাকিরা ডুবে যায়। পরে নৌবাহিনীর ডুবুরিরা ১৪ জনের মরদেহ উদ্ধার করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেন। এভাবেই নৌবাহিনীর জাহাজ এবং নৌসদস্যরা সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষা করে আসছে।

উপসংহার

একাধরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী নবীন বাংলাদেশ আজ হাঁটি হাঁটি পায়ে মধ্যম আয়ের দেশ হতে আরও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় যে দেশ ছিল তথাকথিত ‘তলাবিহীন বুড়ি’, সেই বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির রোলমডেল। এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ‘রূপকল্প-২০৪১’ গ্রহণ করেছে সরকার। আর এই মহাপরিকল্পনার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ব্লু ইকোনমি তথা সমুদ্র অর্থনীতি।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমুদ্রসম্পদ অন্বেষণ, এর সংরক্ষণ, সমুদ্রসম্পদ আহরণকারী জাহাজের নিরাপত্তা প্রদানসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্লু ইকোনমির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টিকে নৌবাহিনী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নৌসদস্যদের যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে নতুন কারিকুলাম ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীও তাদের সামরিক সরঞ্জামকে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করছে ও আধুনিক প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটছে। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চলমান রয়েছে আধুনিক সার্ভেইল্যান্স ইকুইপমেন্ট সংযোজন ও কমব্যাট সিস্টেমের আধুনিকায়ন কার্যক্রম। নৌবাহিনীর ক্রমাগত এই উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে বিএন ডকইয়ার্ডের সার্বিক সক্ষমতা।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে। সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দের মহাপরিকল্পনা ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নৌবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা, বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব ও সত্ত্বাবনা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, নৌদুর্ঘটনা, সমুদ্রে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযানে সর্বদা প্রস্তুত বাংলাদেশ নৌবাহিনী





কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে বানৌজা শেখ মুজিব খাঁটির ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

বানৌজা শেখ মুজিব খাঁটির খাদ্য সহায়তা প্রদান

কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে বানৌজা শেখ মুজিব খাঁটির ব্যবস্থাপনায় এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বিভিন্ন সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এলাকাগুলো হলো স্টাফ রোড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, বনানী ডিওএইচএস, বনানী কবরস্থান এলাকা, মিরপুর-১৪ এর ভাসানটেক ও দেওয়ানপাড়া, কচুক্ষেত, খিলক্ষেত, কুমিটোলা হাইস্কুল মাঠ এলাকা, আমতলা ও বাঁশতলা বস্তি, খিলক্ষেত বালির মাঠবস্তি, নামাপাড়া এবং নারায়ণগঞ্জের পাগলা। এসব এলাকায় বসবাসরত ভিক্ষুক, বয়স্ক রিকশাচালক, দিনমজুর, কর্মহীন নির্মাণ শ্রমিক, বিধবা, হতদরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় ২ হাজার ৫০০ জন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ডাল, চিনি, তেল, আটা, ছোলা ও লবণ দেওয়া হয়।

বানৌজা ঈসা খান খাঁটির খাদ্য সহায়তা প্রদান

শ্রমজীবী কর্মহীন মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে বানৌজা ঈসা খান খাঁটি এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বিভিন্ন সময় খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। চট্টগ্রামের হাসপাতাল গেট এলাকা, নারিক কলোনি এলাকা, বন্দরটিলা, মাইলের

মাথা, সল্টগোলা ক্রসিং, টাইগারপাস, সিমেন্ট ক্রসিং, ভাটিয়ারি, স্টিল মিল বাজার ও কাঠগড় এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় ৪ হাজার মানুষের মাঝে সহায়তা হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ডাল, চিনি, তেল, আটা, ছোলা ও লবণ দেওয়া হয়।

খুলনায় বানৌজা তিতুমীরের খাদ্য সহায়তা প্রদান

খুলনা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে বানৌজা তিতুমীরের ব্যবস্থাপনায় এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বিভিন্ন সময় খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। খালিশপুর বিহারী পল্লী এলাকা, বৈকালী মোড় এলাকা, রূপসা ঘাট এলাকা, লবণচারা, তিতুমীর খাঁটির পার্শ্ববর্তী জোড়া গেট এলাকা, খুলনা শহর এলাকা, চালনা, বারগপাড়া, উজবুনিয়া ও বটিয়াঘাট এলাকার হতদরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় ৪ হাজার ৭০০ জন মানুষের মাঝে সহায়তা হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ডাল, চিনি, তেল, আটা, ছোলা ও লবণ দেওয়া হয়। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত মানুষদের করোনাভাইরাস সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

বানৌজা মোংলায় খাদ্য সহায়তা প্রদান

বানৌজা মোংলার তত্ত্বাবধানে দিগরাজ বাজার এলাকা, বাগেরহাট, চালনা, বুজবুনিয়া, বটিয়াঘাটা, বারগপাড়া, জয়মনি জেলেপাড়া, রামপাল, মোংলা ফেরিঘাট, বুড়িরডাঙ্গা ও চাঁদপাই এলাকায় হতদরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় ৩ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বিভিন্ন ত্রাণ হিসেবে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, চিনি, তেল, আটা, ছোলা ও লবণ।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এর তত্ত্বাবধানে বানৌজা ঈসা খান খাঁটির ব্যবস্থাপনায় অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান



পটুয়াখালীতে বানৌজা শের-ই-বাংলার খাদ্য সহায়তা প্রদান

বানৌজা শের-ই-বাংলা খাঁটির তত্ত্বাবধানে পটুয়াখালীর বানতিপাড়া, লালুয়া, গোলবুনিয়া, কলাপাড়া এলাকায় হতদরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বিভিন্ন সময় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ডাল, চিনি, তেল, আটা, ছোলা ও লবণ দেওয়া হয়।

কাপ্তাইয়ের দুর্গম এলাকায় বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের খাদ্য সহায়তা প্রদান

করোনা মোকাবিলায় কাপ্তাইয়ের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার গরিব, দুস্থ ও অসহায় মানুষদের ২৭ এপ্রিল খাদ্য সহায়তা ও ইফতার সামগ্রী দিয়েছে নৌবাহিনী। কাপ্তাই নৌবাহিনী ঘাঁটি শহীদ মোয়াজ্জমের তত্ত্বাবধানে নৌসদস্যরা কাপ্তাই উপজেলার গবঘোনা, বাঙ্গালিপাড়া, ধানপাতা, বণিকটিলা, চেয়ারম্যান পাড়া ও হেডম্যান পাড়া এলাকায় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। প্রতিটি পরিবারকে চাল, ডাল, চিনি, তেল, আটা, ছোলা, লবণ ও ইফতার সামগ্রী দেওয়া হয়।

করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নৌসদস্যরা দেশব্যাপী সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উপকূলীয় এলাকায় নৌবাহিনীর মানবিক সহায়তা

করোনা মোকাবিলায় চট্টগ্রাম, সেন্ট মার্টিন, বরিশাল, পটুয়াখালী,



কাপ্তাইয়ের দুর্গম এলাকায় বানোঁজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার গরিব, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

পিরোজপুর, খুলনা ও মোংলার প্রত্যন্ত এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে ২৪ এপ্রিল খাদ্য, অর্থ সহায়তা এবং ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর সদস্যরা চট্টগ্রামের বন্দর এলাকা ও সেন্ট মার্টিনের ৭০০ অসহায় জেলে ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে এই সহায়তা বিতরণ করেছে। এছাড়া বাগেরহাটের মোংলার দিগরাজ বাজার, বানিয়াসান্তা ও মোংলা পৌর এলাকার অসহায় ও দরিদ্র ৪০০ পরিবার এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় বানোঁজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির পাশ্বেবর্তী এলাকার

লালুয়া ইউনিয়নের অসহায় ও দরিদ্র ৩০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য, অর্থসহায়তা এবং ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে। অপরদিকে নৌবাহিনী জাহাজ সালাম ও কর্ণফুলী বরিশাল ও পটুয়াখালীর দরিদ্র জেলেরদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। পাশাপাশি খুলনার লবণচরা, শিপইয়ার্ড ও হরিণটানা এলাকার দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য, অর্থসহায়তা এবং ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সহায়তা হিসেবে প্রতিটি পরিবারকে চাল, ডাল, আটা, ছোলা ও লবণসহ বিভিন্ন খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী দেওয়া

হয়। করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নৌসদস্যরা দেশব্যাপী সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

পিরোজপুর ও বাগেরহাটে নৌবাহিনীর জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান

‘অপারেশন জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচি-২০২১’ এর অংশ হিসেবে ২৬ এপ্রিল পিরোজপুর ও বাগেরহাটে নৌবাহিনী অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় আনুমানিক ৬ কোটি টাকা মূল্যের ২১ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়। এছাড়া নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেরদের মাঝে বানোঁজা ‘সালাম’ ও ‘কর্ণফুলী’ থেকে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পরে আটককৃত অবৈধ জাল স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়। জাটকা নিধন কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপকূলীয় অঞ্চলে জাটকা ও কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অবৈধ জাল উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত ছিল। ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ অভিযান পরিচালনা করে। এ অভিযানের ফলে দেশের নদ-নদীসমূহে জাতীয় সম্পদ ইলিশের আহরণ আগের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং

ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’-পরবর্তী উদ্ধার এবং খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা

২৬ মে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’-পরবর্তী জরুরি উদ্ধার, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তাসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিন স্তরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ঘূর্ণিঝড় আঘাত ও পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা নৌঅঞ্চলে নৌবাহিনীর ১৮টি জাহাজ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় দ্রুততম সময়ে জরুরি উদ্ধার, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। একই সাথে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় দুর্গত এলাকাগুলোতে মোতায়েনের জন্য নৌ-কন্টিনজেন্ট প্রস্তুত রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সমুদ্র ও উপকূলীয় উপদ্রুত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারে আগে প্রস্তুত রাখা নৌবাহিনীর দুটি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট ও দুটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নৌবাহিনী জাহাজসমূহ উদ্ধার তৎপরতা ও খাদ্য সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রাথমিকভাবে এ উদ্ধারকাজের জন্য বানোঁজা অপরায়েজ কক্সবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায়, বানোঁজা গোমতি মোংলা ও তৎসংলগ্ন সাগর-তীরবর্তী এলাকায় নিয়োজিত ছিল। অন্যদিকে বানোঁজা শাপলা চট্টগ্রামের বহির্নোঙর থেকে মহেশখালী এলাকায়, বানোঁজা স্বাধীনতা, প্রত্যয়, নির্ভয় ও নির্মূল বহির্নোঙর থেকে চট্টগ্রামের পোতাশ্রয় এলাকায়, বানোঁজা সমুদ্র জয় চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায়, বানোঁজা অদম্য ও সন্দ্বীপ হাতিয়ার তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় নিয়োজিত ছিল। এছাড়া রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে কাপ্তাই নৌঘাঁটি শহীদ মোয়াজ্জম থেকে বোট নিয়োজিত ছিল। দুর্গত এলাকাগুলোতে জরুরি চিকিৎসাসেবা দিয়েছে নৌবাহিনীর বিশেষ মেডিকেল টিম। মেডিকেল টিম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, স্যালাইন ও অন্যান্য সামগ্রী বিনামূল্যে দিয়েছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের আগে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে নৌসদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে অবস্থান নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গরিব ও দুস্থদের মাঝে নৌবাহিনীর খাদ্য সহায়তা প্রদান



‘ইয়াস’-পরবর্তী নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় হাতিয়া উপজেলার নলচিড়া ঘাঁট ও ভোলার মনপুরা এবং কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে নৌবাহিনী। অপরদিকে খুলনা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে দাকোপ উপজেলার বানিয়াশাড়া ইউনিয়নের পূর্ব ডাংমারী ও রিখামারী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং মোংলার রামপাল উপজেলার হুরকা ইউনিয়ন পরিষদ, উল্টার হুরকা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ হয়। এছাড়া বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, ছনখোলা, বানাতিপাড়া, চরপাড়া এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ও দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে নৌবাহিনী।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর ঈদ উপহার বিতরণ

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ১১ মে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে নতুন কাপড় ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় ৫০০ গরিব, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবিসহ বিভিন্ন বয়সের শিশুদের

ঈদের পোশাক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে নারায়ণগঞ্জের পাগলায় ৪০০ পরিবারের মাঝে এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ৫০০ গরিব, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, আটা, লবণ, সেমাই, দুধ, চিনি ও সাবানসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। করোনায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নৌসদস্যরা দেশব্যাপী সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ভোলায় গৃহহীনদের মাঝে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক হস্তান্তর

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার চরনিজাম উদ্দিনে গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য নির্মিত ৪৫টি পাকা ব্যারাক ২৩ জুন স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে স্থানীয় ভোলা জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং মনপুরা উপজেলা কর্মকর্তা মো. শামীম মিয়াদে ব্যারাকসমূহ হস্তান্তর করা হয়। এ সময় নৌবাহিনীর প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এই ব্যারাক হাউসসমূহ নির্মাণ করেছে। ৪৫টি ব্যারাক হাউসের প্রতিটি ব্যারাকে



আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তৈরিকৃত ব্যারাক স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে হস্তান্তর

৫টি করে মোট ২২৫টি ইউনিট রয়েছে। যার প্রতিটিতে একটি করে পরিবার বসবাস করতে পারবে। প্রতিটি ব্যারাকে পৃথক রান্নাঘর ও টয়লেটের সুবিধা রয়েছে। দেশব্যাপী করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেও নৌবাহিনী যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যারাকসমূহের কাজ চলমান রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করে। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আওতাধীন নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় আরও ২টি প্রকল্পের আওতায় ১৪০টি এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় ৪টি প্রকল্পের আওতায় ২০৮টি ব্যারাক হাউস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

কাপ্তাই লেকে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার

তন্ময় নামের এক কলেজ ছাত্র কাপ্তাইয়ের সীতার মাঠ মন্দিরসংলগ্ন লেকের পানিতে গোসল করতে নেমে ২৮ মে ডুবে যায়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাটি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের অভিযায়কে জানান। দ্রুততম সময়ে শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে নৌবাহিনীর ডুবুরি দল পাঠানো হয়। ডুবুরি দল বর্ষার খরস্রোতা নদীতে অভিযান চালিয়ে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার করে।

কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে নারায়ণগঞ্জের পাগলা এলাকায় অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার প্রদান



সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও নৌবাহিনী

বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশই এককভাবে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুসংহত করতে সক্ষম নয়। বৈদেশিক বাণিজ্য এখন অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার মূল হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাণিজ্য সমুদ্রের অবদান অপরিসীম। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে হলে সমুদ্র বাণিজ্যকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে নৌবাহিনী।

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে সমুদ্র। অনাদিকাল থেকেই এটি পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমুদ্রের সম্পৃক্ততা তত বাড়ছে। বর্তমানে মোট বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহন হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব যেন আরও বাড়ছে। উপকূলবর্তী হোক আর স্থলবেষ্টিত—সব দেশই এখন মুক্ত বাণিজ্যপ্রবাহ ও সমুদ্র পরিবহনের সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করে নিতে চাইছে।

আধুনিক যুগে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক অর্থনীতি। আর এই ভিত্তিকে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন। এটি ছাড়া আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য আমদানি-রপ্তানি, অপরিণোদিত জ্বালানি, খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার কথা চিন্তাই করা যায় না।

সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব প্রকট হচ্ছে, সাগরের নিরাপদ ব্যবহার তত জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমুদ্র বাণিজ্যের মতো সাগরে জলদস্যুর হামলার ইতিহাসও বেশ পুরনো। আর সুদীর্ঘ অর্থনীতির এই যুগে সমুদ্র সার্বভৌমত্বের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করায় নৌ-চলাচলের নিয়মকানুন এখন আর সরল নেই।

বলা চলে, সামরিক ও অসামরিক—এই দুই ধরনের প্রভাবক এখন সমুদ্র পরিবহনে নিরাপত্তার বিষয়টির নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের আইন প্রণেতা ও সামরিক নেতাদের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমুদ্র নিরাপত্তা।

বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে আক্রমণের ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংস হয়ে ওঠে। দুষ্কৃতিকারীদের অনেকে এখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহার করছে। ফলে অনেক সময় অসামরিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে জলদস্যুদের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হয় না। এ কারণে সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তায় মেরিটাইম ফোর্সগুলো বিশেষ করে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তায় চ্যালেঞ্জসমূহ

বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন বিশ্বের প্রায় সব দেশের জন্যই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সাগরে চলাচলের ক্ষেত্রে এখন বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে গিনি উপসাগরে জলদস্যুদের দৌরাড্যা বেশ বেড়েছে। সেনেগাল থেকে অ্যাঙ্গোলা পর্যন্ত বিস্তৃত গিনি উপসাগরের উপকূল রেখা রয়েছে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার। আফ্রিকার মধ্য ও

দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে জ্বালানি তেল ও গ্যাসসহ অন্যান্য পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিপিং জোন এটি। দৈনিক অন্তত দেড় হাজার মাছ ধরার জাহাজ, ট্যাংকার ও কার্গো শিপ চলাচল করে এই রুট দিয়ে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সাগরে অপহরণের যত ঘটনা ঘটছে, তার প্রায় ৯৫ শতাংশই ঘটছে এই অঞ্চলে।

মালাক্কা প্রণালি, দক্ষিণ চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর বিশেষ করে সোমালি উপকূলে জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে আগে থেকেই উদ্বেগ জানিয়ে আসছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। অবশ্য এই অঞ্চলে ঝুঁকি নিরসনে হর্ন অব আফ্রিকা ও মালাক্কা প্রণালিতে চারটি ভিন্ন কোয়ালিশনের অধীনে ৩৫-৪৫টি যুদ্ধজাহাজ ও সহায়ক বহর মোতায়েন রয়েছে। এর সুফলও এরই মধ্যে মিলতে শুরু করেছে। ভারত মহাসাগরে সোমালি জলদস্যুদের উৎপাত ক্রমে কমতে শুরু করেছে। এর ফলে ভারত মহাসাগরে জলসদ্যুতার ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (এইচআরএ)’-এর ভৌগোলিক সীমানা সংকুচিত করেছে সমুদ্র পরিবহন খাতের বিভিন্ন শীর্ষ সংস্থা।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন মাত্রা পায়। সমুদ্র পরিবহন খাতে যেকোনো সন্ত্রাসী হামলা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। একটি জাহাজে সন্ত্রাসী হামলা হলে তা হয়তো পুরো শিপিং খাতের



খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু একটি বন্দরে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তা সেই দেশের এবং কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো হাব পোর্টে হামলা হলে পুরো বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন টালমাটাল হয়ে পড়তে পারে।

সাধারণত কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ যখন অ্যাংকরেজে অবস্থান করে, সেই সময় ছোটখাটো কিছু মালামাল চুরির ঘটনা ঘটে। কার্গো চুরির এই ধারা অব্যাহত থাকলে তা মেরিটাইম ইন্সিডেন্টের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সতর্কতা সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান।

একটি দেশের আইন লঙ্ঘন করে যখন অবৈধভাবে পণ্য বাণিজ্য করা হয়, তখন সেটি চোরাচালান বলে গণ্য হয়। এই অপকর্ম স্থল, আকাশ ও সমুদ্র সব পথেই সংঘটিত হতে পারে। তবে সাগরপথে চোরাচালানের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্ত্র, মাদক ও মানব পাচার। বিশেষ করে শেষেরটি বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাঙ্গীদের যে ঢল দেখা গেছে, তাতে মানব পাচারকারীদের সক্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সমুদ্র পরিবহনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। এর ফলে বাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে আসতে পারে। সাধারণত একটি দেশ তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে সবসময় সেটি সম্ভব না-ও হতে পারে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষের যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান ও সাবমেরিন থেকে হামলা হতে পারে। বিবদমান একপক্ষ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারে। এছাড়া যুদ্ধের সময় সাগরের তলদেশে পুঁতে রাখা মাইনের আঘাত কিংবা নাশকতার কারণে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ব্যাহত হতে পারে।

বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সমুদ্র পরিবহন। এ কারণে সাইবার অপরাধীদের বরাবরই টার্গেট থাকে মেরিটাইম খাত। সম্প্রতি



বাণিজ্যিক জাহাজকে জলদস্যুর হাত থেকে সুরক্ষায় কাজ করে থাকে নৌবাহিনীর বিশেষায়িত ফোর্সসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের কলোনিয়াল অয়েল পাইপলাইন সিস্টেমে হামলা চালায় হ্যাকাররা। সাইবার হামলার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলজুড়ে পেট্রোলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। সিস্টেম অনলাইনে ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে হ্যাকাররা পাইপলাইন পরিচালনাকারী কোম্পানির কাছ থেকে ৪৪ লাখ ডলার হাতিয়ে নেয়। এই সাইবার হামলার সাফল্য অন্যান্য হ্যাকারও এই ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত হতে পারে বলে অ্যালিয়াঞ্জ গ্লোবাল করপোরেট অ্যান্ড স্পেশালিটির প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

ছোট রাষ্ট্রগুলোর চ্যালেঞ্জ

একটি দেশের অর্থনীতি ও শিল্পের প্রাণ হলো সমুদ্র বাণিজ্য। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশ ও সামরিক বাহিনীগুলো নিজেদের জলসীমা ও বাণিজ্যকে সুরক্ষিত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু তুলনামূলক ছোট রাষ্ট্রগুলোর জন্য কাজটি খুব একটা সহজ নয়। বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের কারণে সমুদ্র বাণিজ্যের সুরক্ষায় পিছিয়ে থাকছে তারা।

বিস্তৃত পরিসরে সমুদ্র নিরাপত্তার জন্য যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকা দরকার, অনেক সময় ছোট দেশগুলোর তা থাকে না। সবসময় সাগরে নজরদারি চালু রাখা ও যেকোনো ধরনের নাশকতা এড়ানোর জন্য যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা অনেক ব্যয়বহুল। দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তির দেশগুলো এই ব্যয় বহন করতে পারে না। ফলে তাদের নজরদারি কেবল স্বল্প পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে। জাতিসংঘের সমুদ্র আইনবিষয়ক কনভেনশন অনুযায়ী যতটা অঞ্চলের আইনগত অধিকার তারা পেয়েছে, তার বড় একটি অংশই নজরদারির বাইরে থেকে যায়।





বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় সকল নৌযানকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে নিয়োজিত টহল ও মহড়া পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস

আধুনিক যুগের জলদস্যু ও সন্ত্রাসীরা প্রযুক্তিগতভাবে অনেকটা এগিয়ে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বেশ আধুনিক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়িয়ে সাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াতে সক্ষম তারা। সেই তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ছোট দেশগুলো নিরাপত্তা প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। ফলে তুলনামূলক শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে সমুদ্র বাণিজ্যকে সুরক্ষা দেওয়া তাদের জন্য বেশ কঠিন।

মুক্ত সমুদ্র বাণিজ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য অগ্রসর দেশগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটে যুক্ত থাকে। এসব জোটের বিভিন্ন এজেন্ডার মধ্যে মাল্টিন্যাশনাল নেভাল কো-অপারেশন অন্যতম। যেসব দেশ এই ধরনের জোটে যুক্ত হওয়ার শর্ত পূরণ করতে পারে না, তারা এই নৌ-সহযোগিতার সুফল থেকেও বঞ্চিত হয়।

মার্বোমধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য বিধ্বংসী কর্মসূচি গ্রহণ করে। অনেক সময় বন্দর ও অ্যাংকরেজে থাকা বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর ওপর হামলাও চালানো হয়। এই ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রম ছোট রাষ্ট্রগুলোর সমুদ্র বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

সমুদ্রে শক্তির অসমতার কারণে বিশ্বে আজ অঞ্চলভিত্তিক মেরুকরণ হয়ে গেছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে সমুদ্র বাণিজ্যের সুরক্ষায় পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে ছোট দেশগুলোর। অঞ্চলভিত্তিক সহযোগিতামূলক মসৃণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা এসব দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের সমুদ্র বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের সমুদ্র খাতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে; বাণিজ্য সুরক্ষার জন্য যেগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন। বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের একেবারের ভেতরের দিকে। এই ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের জন্য জোন লকড পরিস্থিতি তৈরি করেছে। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র বিজয় এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ করে দিয়েছে। তবুও যেকোনো সংকট ও বিরূপ পরিস্থিতিতে জোন লকড কন্ডিশনের ঝুঁকি একেবারে এড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সমুদ্র নিরাপত্তায় করণীয়

বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ তাদের সামুদ্রিক জলসীমার সুরক্ষার দায়িত্ব মেরিটাইম ফোর্সগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় সব দেশেরই নৌবাহিনী রয়েছে। এর পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। এই ধরনের মেরিটাইম ফোর্সগুলোর রয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, নজরদারির জন্য রয়েছে যুগোপযোগী প্রযুক্তি ও পর্যাপ্ত জাহাজ। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সমুদ্র বাণিজ্য সুরক্ষায় নৌবাহিনীকে নিয়োজিত করলে সব দেশই লাভবান হবে।

বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর সুরক্ষার জন্য মিলিটারি টিম নিয়োগ অথবা ফ্ল্যাগ স্টেটের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের আগ্নেয়াস্ত্র বহনে অনুমতি দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিটাইম সেফটি কমিটি (এমএসসি)। ঝুঁকিপূর্ণ রুটগুলোয় চলাচলকারী জাহাজগুলো এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

মিলিটারি টিম ও অনুমোদিত আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি চুক্তিতে সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী (পিসিএএসপি) নিয়োগেও অনুমোদন রয়েছে এমএসসি। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, ফ্ল্যাগ স্টেটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ সঠিক ও আইনসম্মত হবে কিনা।

জলদস্যু, অপহরণকারী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির হামলা থেকে রক্ষা পেতে আগে থেকেই কিছু প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে কাঁটাতারের ফেন্সিং,

বৈদ্যুতিক ফেন্সিং, জলকামান, সোনিক উইপন ইত্যাদির ব্যবহার। এসবের সর্বাঙ্গিক ব্যবহার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা সম্ভব।

এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস) কোড বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নজরদারি সক্ষমতা বাড়ানো, বিশেষায়িত বাহিনী মোতায়েন ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে সমুদ্রে নিরাপত্তা বাড়ানো সম্ভব।

সমুদ্র নিরাপত্তা ও নৌবাহিনী

গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গত মে মাসে বাস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের (বিমকো) উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে গালফ অব গিনি ডিক্লারেশন অন সাপ্রেসন অব পাইরেসি। এই ঘোষণাপত্রে এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশ স্বাক্ষর জমা পড়েছে। বিমকোর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ তিন ফ্ল্যাগ স্টেট, প্রথম সারির জাহাজমালিক কোম্পানি, শীর্ষ শিপিং অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন আঞ্চলিক কোম্পানি ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছে।

গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা প্রতিরোধ-সক্ষমতা বাড়াতে নাইজেরিয়া এরই মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। দেশটি সমুদ্র নিরাপত্তায় বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে। গত জুনে নাইজেরিয়ান মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সেফটি এজেন্সির (নিমাসা) অধীনে যাত্রা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ প্রটেকশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের, যেটি 'ডিপ ব্লু প্রজেক্ট' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে দুটি স্পেশাল মিশন প্যাট্রোল বোট, তিনটি স্পেশাল মিশন হেলিকপ্টার, দুটি লাইট মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট ও চারটি আনমানড এয়ার ভেসেল যুক্ত হয়েছে সমুদ্র নজরদারিতে। এছাড়া আগে থেকেই নাইজেরিয়ার ১৬টি ফাস্ট মুভিং ইন্টারসেপ্টর বোট ও ১৭টি অস্ত্রসজ্জিত ভেসেলসহ তিন শতাধিক বিশেষ প্রশিক্ষিত সেনা মোতায়েন রয়েছে গিনি উপসাগরে।

নাইজার ডেল্টায় প্রায় ২৫০ নটিক্যাল মাইলজুড়ে অক্টোবর-নভেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জলদস্যুতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এবার এই সময়ে জাহাজগুলোর চলাচল নিশ্চিত করতে কেবল নাইজেরিয়া নয়; এই অঞ্চলের বাইরের দেশগুলোও যেমন ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সমুদ্র নিরাপত্তা কার্যক্রমে যুক্ত হবে। এসবের বাইরে গিনি উপসাগরে অন্তত দুটি আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ফোর্সের যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রয়েছে।

সশস্ত্র জলদস্যু ও সন্ত্রাসীদের সম্মুখ হামলার পাশাপাশি শিপিং নেটওয়ার্কে সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নৌবাহিনী। এই বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট সাইবার অপরাধীদের যেকোনো পরিকল্পনা নস্যাত করে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। তাই সাইবার নেটওয়ার্কে সুরক্ষা দেওয়ার কাজে নৌবাহিনীকে নিয়োজিত করলে মেরিটাইম খাত অনেকটাই নিরাপদ হবে।

কেবল হামলা বা আক্রমণ প্রতিরোধই নয়, বরং বিপদাপন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ উদ্ধারেও অগ্রণী ভূমিকা

রাখে নৌবাহিনী। গত মে মাসে শ্রীলংকা উপকূলে একটি রাসায়নিক ভর্তি জাহাজ আগুন লেগে ডুবে যায়। জাহাজটির ট্যাংকার লিকেজ হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ছড়িয়ে পড়ে ও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় এবং এ ঘটনায় পরিবেশ বিপর্যয় ও সাগরের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে উদ্ধার অভিযানে শ্রীলংকা পোর্টস অথরিটির পাশাপাশি এগিয়ে আসে দেশটির নৌবাহিনী।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

সমুদ্র বাণিজ্য বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের অগ্রসরমান অর্থনীতির উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত রাখতে সমুদ্র নিরাপত্তার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সমুদ্র বাণিজ্যের সুরক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিবদমান পক্ষগুলো সবসময় প্রতিপক্ষের লজিস্টিকস লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং এ সময়ে সমুদ্র বাণিজ্যকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে একটু বেশি। নেভাল কন্ট্রোল শিপিং (এনসিএস), কনভয়িং, ডিস্ট্যান্ট অ্যান্ড ক্লোজ সাপোর্ট, ওয়ার্কিং সি কন্ট্রোল, ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভব।

উপকূলীয় সিরুটে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে নজরদারির আওতায় রাখতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে কোস্টাল রাডার স্টেশন স্থাপন। উপকূলীয় বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থান ও দ্বীপে এ ধরনের রাডার স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

জলদস্যু হামলা প্রতিহত করার জন্য উন্নত বিশ্বের জাহাজগুলো আধুনিক উইপনারি টেকনোলজি কাজে লাগাচ্ছে। বাংলাদেশি জাহাজগুলোও এই পথ অনুসরণ করতে পারে। সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তায় চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উভয়েই আইএসপিএস কোড বাস্তবায়ন করেছে। এই কোড যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে সমুদ্র বাণিজ্যকে অনেকটাই সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক জোট ও

ইনিশিয়েটিভের সদস্য। এসব জোটের মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান ওশান রিম-অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (আইওআর-এআরসি), ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস), বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক), সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব রিজিওনাল কো-অপারেশন (সার্ক)। সমুদ্রে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য সুরক্ষায় অন্য দেশের সহায়তা পেতে বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক সম্পর্ক কাজে লাগাতে পারে।

সাগরে নিরাপত্তা জোরদারের জন্য ভেসেল ট্রাফিক সিস্টেমকে (ভিটিএস) একটি আধুনিক ও কার্যকর প্রযুক্তি বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশি সব জাহাজে এই ভিটিএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে নির্ধারিত এলাকায় জাহাজগুলোর চলাচল মনিটরিং করা সম্ভব হবে।

সদা জাহত বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজে জলদস্যুতা বা দুষ্কৃতিকারীর আক্রমণের ঘটনা খুবই কম। মাঝেমাঝে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোয় ছোটখাটো কিছু চুরি হলেও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুদের দৌরাড্র্য প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী এটি। জলদস্যুতা ও চোরাচালানের মতো ঘটনা প্রতিরোধের জন্য নৌবাহিনীর সাত থেকে আটটি জাহাজ সর্বদা বঙ্গোপসাগরে নিয়োজিত থাকে।

১৯৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যুতা ও চোরাচালান প্রতিরোধী অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রায় দেড় হাজার নৌকা ও প্রায় ৪০০ কোটি টাকা মূল্যমানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবৈধ পণ্য জব্দ এবং তিন সহস্রাধিক দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। নৌবাহিনীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রমের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গোপসাগরে চোরাচালান, জলদস্যুতা, সামুদ্রিক সন্ত্রাসের মতো ঘটনা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে।

উপসংহার

বাস্তবিকভাবে কোনো একটি দেশ এককভাবে সমুদ্র নিরাপত্তার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম নয়। তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে খোলামেলা ও ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সামুদ্রিক নিরাপত্তায় সুসংবদ্ধ প্রয়াস বাণিজ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই সঙ্গে চিরাচরিত ও বিশেষ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলাও সহজ হয়ে যাবে।

সাগরে চলার পথে কোনো আততায়ী বাহিনীর আক্রমণ অথবা আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের সক্ষমতা সব দেশের সমান নয়। যথেষ্ট জনবল ও ব্যবস্থাপনার অভাবে এসব দেশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা প্রদানে অপারগ থেকে যাচ্ছে। এই ঘাটতি দূর করতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বহুলাংশে সমুদ্র বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উত্তরণ অনেকাংশে এই বাণিজ্য সুরক্ষার ওপর নির্ভর করছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সুবিধা গ্রহণ, মেরিটাইম ফোর্সগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক কোডগুলো মেনে চলা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল আরও নিরাপদ করে গড়ে তুলতে পারে।



▶ বিদ্যুৎ চালিত গবেষণা জাহাজ নির্মাণ করবে চীন

সমুদ্রসম্পদ নিয়ে গবেষণা আরও জোরদার করতে চাইছে চীন। এ লক্ষ্যে দেশটি বিশালাকার একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা জাহাজ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। চায়না স্টেট শিপবিল্ডিং করপোরেশন (সিএসএসসি) ও গুয়াংডং ইনস্টিটিউট অব ইন্টেলিজেন্ট আনম্যানড সিস্টেম সম্প্রতি এই বিষয়ে একমত পৌঁছেছে। তারা এই জাহাজ দিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা করছে।

জাহাজটিতে থাকবে ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম। এছাড়া ডিপি২ ডায়নামিক পজিশনিং সিস্টেমসহ বেশকিছু আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হবে এ জাহাজে। চীন জানিয়েছে, এই জাহাজ সাগরে বহুমাত্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেশটির সক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে।

▶ ফিলিপাইনের সমুদ্রসীমায় অপহরণ-সংক্রান্ত সতর্কবার্তা জারি

সাম্প্রতিক একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের সমুদ্রসীমায় অপহরণের ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোট রিক্যাপ। সম্প্রতি ফিলিপাইনের নিকটবর্তী সুলু-সেলেবস সাগরে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ আকিজ পার্ল। এ সময় একটি স্পিডবোটে করে তিনজন দুষ্কৃতিকারী জাহাজে ওঠার চেষ্টা চালায়। তবে জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন এবং ফিলিপাইনের কোস্ট গার্ডকে বিষয়টি জানান।

কোস্ট গার্ড এই তথ্য রিক্যাপকে জানালে সংস্থাটি নতুন করে সাধারণ সতর্কবার্তা জারি করে। উল্লেখ্য, সুলু-সেলেবস সাগরে গত বছরখনেকের মধ্যে কোনো অপহরণের ঘটনা ঘটেনি।

▶ মিসাইল তৈরিতে বড় বিনিয়োগ করবে অস্ট্রেলিয়া

মিসাইল ও গাইডেড উইপন তৈরিতে সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এরই অংশ হিসেবে ১০০ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে দেশটি। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার স্ট্র্যাটেজিক ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারের সঙ্গে চুক্তি করবে, যারা অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের (এডিএফ) ব্যবহারের জন্য সমরাস্ত্র তৈরির ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি পরিচালনা করবে।

গত বছর ফোর্স স্ট্রাকচার প্লানের অধীনে প্রায় ৩ হাজার কোটি অস্ট্রেলীয় ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা হাতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুতগতির আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াবে দেশটি।

সাবমেরিন সক্ষমতায় ভারতের গর্ব আরিহন্ত



পাঁচ বছর পূর্বে ২০১৬ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীতে কমিশন হয়েছিল পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন (এসএসবিএন) আইএনএস আরিহন্ত। এই পাঁচ বছরে সাবমেরিনটির বিষয়ে খুব কমই জানা গেছে। বিশ্বের যে কয়টি সাবমেরিনের ছবি খুব কম পাওয়া যায়, তার মধ্যে আরিহন্ত একটি। ইন্টারনেটে সাবমেরিনটির যে স্বল্প সংখ্যক ছবি পাওয়া যায়, সেগুলোও সাম্প্রতিক সময়ে তোলা নয়। বলা যায়, কয়েক বছর ধরে নিজেদের গোপনীয়তা সযত্নেই ধারণ করে চলেছে আরিহন্ত।

আরিহন্ত ক্লাসের সাবমেরিন প্রকল্পটি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া না গেলেও একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, এই সাবমেরিন ভারতের জন্য গর্বের প্রতীক।

প্রথমত, এটি সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নির্মিত। দ্বিতীয়ত, অনন্য ডিজাইনের এই সাবমেরিন শক্তিমত্তার দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের এসএসবিএনের সমকক্ষ।

এখন পর্যন্ত আরিহন্ত ক্লাসের দুটি সাবমেরিন নির্মাণ করেছে ভারত। এর লিড বোটটি হলো আইএনএস আরিহন্ত (এস টু), যেটি ২০১৬ সালে কমিশন হয়। দ্বিতীয় সাবমেরিনটি হলো আইএনএস আরিহাট (এস থ্রি) চলতি বছরই যেটির কমিশনিং সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

আরিহন্তকে বলা হয় ‘পকেট বুয়ার’। এই নামকরণের কারণ হলো, এটি অন্যান্য ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিনের তুলনায় আকারে অনেকটাই ছোট। সমসাময়িক অন্যান্য সাবমেরিনের তুলনায় এর হাল ছোট ও সরু। এছাড়া আরিহন্তে রয়েছে মাত্র চারটি মিসাইল সাইলো। কিন্তু এই কারণে ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রকল্পে ভারতের অর্জনকে কোনোক্রমে ছোট করে দেখা যাবে না। বরং ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে ছোট আকারের সাবমেরিনকে কার্যকর বিবেচনা করা হয়। ভারতের

মতো অন্য দেশগুলোও এখন ছোট আকারের সাবমেরিন প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এসব দেশের মধ্যে ব্রাজিল অন্যতম।

এখন পর্যন্ত আরিহন্তের যে কয়টি ছবি পাওয়া গেছে, তাতে প্রাথমিকভাবে একে রাশিয়ার কিলো-ক্লাস সাবমেরিনের সদৃশ প্রতীয়মান হয়। এর আপার সোনার ডোম, সেইল, হাল ডায়ামিটার, ফরোয়ার্ড হালসহ আরও অনেক কিছুই বাহ্যিকভাবে কিলো-ক্লাসের অনুরূপ। উল্লেখ্য, ভারত এ পর্যন্ত মোট ১০টি কিলো-ক্লাস সাবমেরিন কিনেছে, যেগুলো সিঙ্কুঘোষ-ক্লাস সাবমেরিন হিসেবে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে।

আরিহন্ত ও কিলো-ক্লাসের মধ্যে দৃশ্যমান যে পার্থক্য রয়েছে, সেটি হলো টর্পেডো টিউবের অবস্থানে। আরিহন্তে এই টিউবের অবস্থান কিছুটা নিচে। এর অর্থ হলো আরিহন্ত ও কিলো-ক্লাসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

কিলো-ক্লাসের অনুরূপ হোক আর না-ই হোক, একটি বিষয় পরিষ্কার যে, পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

নতুন অ্যান্টি-জ্যাম ডিভাইস উন্মোচন করেছে নোভাটেল

নতুন একটি জিপিএস অ্যান্টি-জ্যাম (জিএজিটি) ডিভাইস উন্মোচন করেছে টেক ফার্ম হেল্লোগানের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান নোভাটেল। তারা বিশ্বজুড়ে মেরিটাইম এনভায়রনমেন্টে ইন্টারফারেন্স ও জ্যামিংয়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে এমন একটি ডিভাইস বাজারে আনার ঘোষণা দিল।

লো সাইজ, ওয়েট অ্যান্ড পাওয়ার (এসডব্লিউএপি) জিএজিটি-৪১০এমএস ডিভাইসটির নকশা করা হয়েছে সিভিল ও মিলিটারি কার্যক্রমকে ইন্টারফারেন্স ও জ্যামিং থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে। ডিভাইসটি জিপিএস এল১ ও এল২ উভয় ব্যান্ডেই সুরক্ষা দিতে সক্ষম। এছাড়া গ্যালিলিও ই১, কিউজেডএসএস এল১ ও এল২ এবং এসবিএসএস এল১ ব্যান্ডেও ইন্টারফারেন্স প্রতিরোধ করতে পারে ডিভাইসটি। কোনো জাহাজ জ্যামিংয়ের শিকার হলে ডিভাইসটির ডিরেকশন ফাইন্ডিং সক্ষমতা সেই জ্যামিং সিগন্যালের উৎস শনাক্ত ও অবস্থান জানিয়ে দেবে। এই ধরনের জ্যামিং সামরিক ও অসামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

সমুদ্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নতুন উদ্যোগ

সাগরে দূষণ এবং ক্রমে বেড়ে চলা প্লাস্টিক দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘ব্যাক টু ব্লু’ নামের এক নতুন উদ্যোগে নাম লিখিয়েছে দ্য ইকোনমিস্ট গ্রুপ এবং নিপ্পন ফাউন্ডেশন। তিন বছর মেয়াদি এ যৌথ উদ্যোগে নজর এড়িয়ে যাওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। সামুদ্রিক প্রাণের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি উপাদানের মধ্যে প্লাস্টিক ও রাসায়নিকের উপস্থিতি ইকোসিস্টেমের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হচ্ছে, সেদিকেও মনোযোগ দেবে ব্যাক টু ব্লু।

২০২১ সালের শুরুতে নিপ্পন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ইকোনমিস্ট গ্রুপ দুটি জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। সমুদ্র ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও তাদের অগ্রাধিকারগুলো আরও স্পষ্টভাবে জানতে জরিপ দুটি পরিচালনা করা হয়। এর একটিতে অংশ নেয় সংশ্লিষ্ট শিল্প ও সরকারি কর্মকর্তারা। অন্যদিকে সাধারণ জনগণের মতামত নেওয়া হয়। বৈশ্বিক

সম্প্রদায়ের সামনে ব্যাক টু ব্লু উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতেই ওই জরিপ পরিচালনা করা হয়।

প্রথম জরিপটিতে চার হাজার অংশগ্রহণকারী সবচেয়ে উদ্বেগজনক দুটি বিষয় হিসেবে প্লাস্টিক দূষণ (৫৯.৬% অংশগ্রহণকারী) ও রাসায়নিক দূষণকেই (৩৯.১% অংশগ্রহণকারী) চিহ্নিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অংশগ্রহণকারীদের উদ্বেগ হওয়ার তৃতীয় কারণ হিসেবে উঠে আসে (৩১.১%)।

নতুন এ উদ্যোগটি ঘোষণার সময় প্রতিষ্ঠান দুটি জানায়, সামুদ্রিক প্রাণ ও বাস্তুব্যবস্থা আজ যে বিপন্নতায় দাঁড়িয়ে তাতে বাস্তুবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তা আমরা সমানভাবে উপলব্ধি করি। ব্যাক টু ব্লু উদ্যোগ তারই প্রতিফলন। আমাদের লক্ষ্য এমন এক প্লাটফর্ম গড়ে তোলা, যেখান থেকে সমুদ্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও আরও বৈচিত্র্যময় করার উদ্যোগগুলো এগিয়ে নেওয়া হবে।

হাইপারসনিক আক্রমণ প্রতিহত করতে নতুন ধারণাপত্র প্রণয়ন যুক্তরাষ্ট্রের

আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনছে। সমরাস্ত্র ব্যবস্থায় ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে এই প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। ফলে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সব দেশের জন্যই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি সেই পথেই হাঁটছে। আঞ্চলিক হাইপারসনিক হামলা থেকে যুক্তরাষ্ট্র, দেশটির মোতায়েনকৃত বাহিনী ও মিত্রপক্ষকে সুরক্ষিত রাখতে নতুন একটি ধারণাপত্র তৈরি করেছে তারা।

নতুন প্রজন্মের মিসাইলগুলো আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। কিছু মিসাইল রয়েছে, যেগুলো শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম। এই ধরনের হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল প্রতিহত করতে মাস্টি-লোয়ারড সলিউশনস ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি। কীভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, তার একটি রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যেই এই ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি

নাগাদ এ বিষয়ে পর্যালোচনা শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি নেপ্লট জেনারেশন ইন্টারসেপ্টর (এনজিআই) উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এই ইন্টারসেপ্টর যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও বাড়াবে। ২০২২ অর্থবছরে হাইপারসনিক ও ব্যালিস্টিক ট্র্যাকিং স্পেস সেন্সর উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি আনার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। একই সঙ্গে স্পেস-বেজড ও ল্যান্ড-বেজড সেন্সরের সমন্বিত বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গঠনের কাজও চালিয়ে যাবে মন্ত্রণালয়।

আঞ্চলিক হাইপারসনিক হামলা থেকে সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে টার্মিনাল ফেজে প্রতিরক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। একটি মিসাইলের গতিপথের সর্বশেষ পর্যায়ে হলো টার্মিনাল ফেজ। অর্থাৎ হাইপারসনিক মিসাইল হামলার একেবারে শেষের পর্যায়ে সেটিকে নিক্ষেপ করার কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

বাল্টিক সাগরে ৫০তম বালটপস অনুশীলন সম্পন্ন

নেভাল স্ট্রাইকিং অ্যান্ড সাপোর্ট ফোর্সেস ন্যাটোর (স্ট্রাইকফরন্যাটো) আয়োজনে সম্প্রতি ৫০তম বাল্টিক অপারেশনস (বালটপস) অনুশীলন শেষ হয়েছে। গত ১৮ জুন দুই সপ্তাহব্যাপী এই অনুশীলন শেষ হয়।

বালটপসে ন্যাটোর ১৬ সদস্য ও দুটি অংশীদার দেশ অংশ নেয়। এসব দেশের ৪০টির বেশি যুদ্ধজাহাজ, ৬০টি যুদ্ধবিমান ও চার সহস্রাধিক নৌ সদস্য অনুশীলনে অংশ নেন। ন্যাটোর দুটি স্ট্যান্ডিং মেরিটাইম গ্রুপের পাশাপাশি এই অনুশীলন বাল্টিক সাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও আন্তঃরক্ষণের বৃত্তি প্রশমনে জোটটির অব্যাহত প্রচেষ্টারই প্রমাণ বহন করে।

এ বছর বালটপস অনুশীলনের প্রতিপাদ্য ছিল ‘ব্রেক ইনটু দ্য বাল্টিক’। বাল্টিক সাগরের পশ্চিমাঞ্চলে জটিল্যাব্যবস্থার থেকে উত্তরে গটল্যান্ড ও পূর্বে লিথুয়ানিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্র অঞ্চলে এই অনুশীলন পরিচালনা করা হয়।

ফিনক্যান্ডিয়েরির কাছ থেকে আটটি ফ্রিগেট কিনছে ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার কাছে ছয়টি এফআরইএমএম ক্লাস ফ্রিগেট সরবরাহ করবে ইতালীয় জাহাজ নির্মাতা ফিনক্যান্ডিয়েরি। এছাড়া দুটি মায়োস্টেল ক্লাস ফ্রিগেটের আধুনিকায়নের পর সেগুলোর দেশটির কাছে বিক্রি করবে তারা। পাশাপাশি এসব জাহাজ-সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক্যাল সহায়তাও প্রদান করবে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি এ বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ফিনক্যান্ডিয়েরির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১০টি এফআরইএমএম ক্লাস ফ্রিগেট রয়েছে। যে দুটি মায়োস্টেল ক্লাস ফ্রিগেটের আধুনিকায়ন করবে ফিনক্যান্ডিয়েরি, সেগুলো ইতালীয় নৌবাহিনীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। আর এই কর্মযজ্ঞে ইন্দোনেশিয়ার রাস্টায়ত্ত জাহাজ নির্মাতা পিটি-পালও সম্পৃক্ত থাকবে।

অস্ট্রেলার তৈরি প্যাট্রোল বোট কিরিবাতিকে উপহার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে নতুন একটি গার্ডিয়ান ক্লাস প্যাট্রোল বোট (জিসিপিবি) সরবরাহ করছে অস্ট্রেল অস্ট্রেলিয়া। এ নিয়ে ১১টি জিসিপিবি তৈরি করল অস্ট্রেল।

প্যাট্রোল বোটটি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কিনলেও এটি কিস্তি তারা ব্যবহার করবে না। বরং অস্ট্রেলিয়া সরকার এটি কিরিবাতিকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। প্যাসিফিক প্যাট্রোল বোট রিপ্লসমেন্ট প্রজেক্টের অংশ হিসেবে এই উপহার দিয়েছে তারা। আর এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলীয় সরকারের প্যাসিফিক মেরিটাইম সিকিউরিটি প্রোগ্রামের অধীনে। নতুন এই বোটটি ১৯৯৪ সালে তৈরি একটি প্যাসিফিক-ক্লাস প্যাট্রোল বোটের স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইউক্রেনের নৌ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্পে কাজ করবে যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়িক

যুক্তরাজ্যের সহায়তায় নিজেদের নৌ প্রকল্পগুলোয় গতি আনতে চাইছে ইউক্রেন। এ বিষয়ে ২০২০ সালের অক্টোবরে দেশ দুটির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক প্রকৌশল কোম্পানি ব্যবসায়িক ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে।

এমওইউ অনুযায়ী ইউক্রেনিয়ান নেভাল ক্যাপাবিলিটিজ এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রামে (ইউএনসিইপি) ইভান্ডিয়াল পাটনার হিসেবে কাজ করবে ব্যবসায়িক। এই প্রকল্পের অধীনে বিদ্যমান নেভাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে।

নিখোঁজ ইন্দোনেশীয় সাবমেরিনের সন্ধান মিলেছে

ইন্দোনেশিয়ায় নিখোঁজ সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান মিলেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫০ মিটার গভীরে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত অবস্থায় এর অবস্থান শনাক্ত করা হয়। সাবমেরিনটির ৫৩ আরোহীর সবাই প্রাণ হারান।

এর আগে বালি সাগরে হারিয়ে যাওয়া কেআরআই নাংগালা-৪০২ সাবমেরিনটির খোঁজে জোর অভিযান চালানো হয়। নিখোঁজ হওয়ার সময় সাবমেরিনটিতে তিনদিনের উপযোগী অক্সিজেন মজুদ ছিল। ইন্দোনেশীয় যুদ্ধজাহাজের নেতৃত্বে সেটির উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় সিঙ্গাপুরের একটি রেসকিউ শিপ। সেই অভিযানে অঞ্চলটি স্ক্যান করে সাবমেরিনটির ধ্বংসাবশেষের ছয়টি টুকরা শনাক্ত করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার সামরিক কমান্ডার জানান, সিঙ্গাপুর থেকে রেসকিউ জাহাজ এমভি সুইফট পানির নিচে ছবি তুলতে রিমোটচালিত গাড়ি (আরওভি) পাঠিয়েছিল। সাবমেরিনের বিভিন্ন অংশের যেসব ছবি পাওয়া গেছে, সেগুলো কেআরআই নাংগালা-৪০২ এর অংশ বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ইউরোপীয় সীমান্তে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ বেড়েছে

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে ইউরোপে অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ভ্রমণ-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল হতে না হতেই তা আবার বাড়তে শুরু করেছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ইউরোপের বহিঃসীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৭ শতাংশ বেড়েছে। গত মে মাসে ১০ হাজার ৫০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশ করেছেন। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান বর্ডার অ্যান্ড কোস্ট গার্ড এজেন্সির (ফ্রন্টেক্স) একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ইউরোপে পাড়ি জমানোর অন্যতম প্রধান একটি রুট হলো ভূমধ্যসাগর। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন-বিষয়ক সংস্থা আইওএমের পরিসংখ্যান বলছে, বিপজ্জনক এ সমুদ্রপথ পেরিয়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টার সময় সাগরে প্রাণহানি

গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। সংস্থাটির মতে, মধ্য-ভূমধ্যসাগরে ‘লিবিয়া থেকে ইতালি’ যাওয়ার পথটি সবচেয়ে প্রাণঘাতী।

ফ্রন্টেক্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত মে মাসে প্রায় ৪ হাজার ২০০

অভিবাসনপ্রত্যাশী অবৈধভাবে মধ্য-ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছেন। আর জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে হিসাব করলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ হাজারের বেশি।

এছাড়া প্রথম পাঁচ মাসে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চলীয় রুট দিয়ে সাড়ে চার হাজারের বেশি ও পূর্বাঞ্চল দিয়ে ছয় হাজারের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়েছেন।

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল ও পশ্চিম বলকান রুট দিয়ে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৫ হাজার ও সাড়ে ১৪ হাজার ছাড়িয়েছে। সব ক্ষেত্রেই অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি দাঁড়িয়েছে।

➤ উপকূলীয় মৎস্য আহরণের আইনে সংশোধন আনছে রাশিয়া

মৎস্য ও জলজ জীবসম্পদের সুরক্ষায় প্রণীত একটি আইনের উপকূলীয় মৎস্য আহরণ-সংক্রান্ত বিধিবিধানে সংশোধন আনছে রাশিয়ার ফেডারেল কাউন্সিল। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।

ফেডারেল ল' অর্ডার দ্বারা ফিশারি অ্যান্ড দ্য কনজারভেশন অব অ্যাকুয়াটিক বায়োলজিক্যাল রিসোর্সেস শীর্ষক ওই আইনের একটি ধারায় রাশিয়ার উপকূলীয় সমুদ্রসীমায় কেবল জীবন্ত/তাজা সামুদ্রিক জৈবসম্পদ পরিবহন, সংরক্ষণ ও অবতরণের অনুমতি দেওয়া আছে। কিন্তু কিছু ফিশারি বেসিন রয়েছে, যেখানে যেতে-আসতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এ কারণে আহরিত জৈবসম্পদের প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতের সুযোগ চেয়েছিলেন মৎস্যজীবীরা। নতুন সংশোধনীতে সেই সুযোগই রাখা হয়েছে।

➤ নাইজেরিয়ার নৌবাহিনীর নতুন এলএসটির লঞ্চিং সম্পন্ন

নাইজেরিয়ার নৌবাহিনীর জন্য নতুন একটি ল্যান্ডিং শিপ ট্যাংক (এলএসটি) নির্মাণ করেছে ডাচ কোম্পানি দামেন গ্রুপ। সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) শারজাহতে দামেনের শিপইয়ার্ডে ভেসেলটির লঞ্চিং সম্পন্ন হয়েছে।

দুই বছর আগে ভেসেলটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। কমিশনিং সম্পন্ন হলে এটি নাইজেরিয়ার নৌবাহিনীর পুরনো দুটি এলএসটির প্রতিস্থাপক হিসেবে কাজ করবে। এনএনএস অ্যান্ডি ও এনএনএস ওফিওম নামের এলএসটি দুটি সম্প্রতি নৌবাহিনী থেকে ডিকমিশন করা হয়েছে। নতুন এই ল্যান্ডিং শিপ ট্যাংকটি বহুরে যুক্ত হলে নাইজেরিয়ার নৌবাহিনীর সি লিফট সক্ষমতা আরও বাড়বে।

➤ যৌথ নৌ মহড়া পরিচালনা করেছে ফরাসি ও ডাচ নৌবাহিনী

নেভাল কো-অপারেটিভ ওয়াচ (ভিএনসি) প্রোগ্রামের আওতায় সম্প্রতি একটি যৌথ নৌ মহড়া সম্পন্ন করেছে ফরাসি নৌবাহিনী ও রয়েল নেদারল্যান্ডস নেভি। ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট এজেন্সি (ডিজিএ) ও নেভাল গ্রুপের প্রস্তুতকৃত একটি প্রোটোকল এবং রাডার ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ সিস্টেম ব্যবহার করে এই মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে।

২০২২ সাল থেকে ভিএনসি প্রোগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরিতার পরিকল্পনা রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় এর আগেও ফ্রান্স পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হয়। ভিএনসি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই মহড়াকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে।

গালফ অব গিনি

জলদস্যুতায় বেড়েছে উদ্বেগ, নিরাপত্তা জোরদারে সমন্বিত প্রচেষ্টা

সমুদ্র পরিবহন খাতে জলদস্যুতা বরাবরই মূর্তিমান এক আতঙ্কের নাম। গত সাড়ে তিন হাজার বছরে কত সমুদ্রগামী জাহাজ যে জলদস্যুর হামলার শিকার হয়েছে, কত নাবিকের যে প্রাণ গেছে তাদের হাতে, কত বণিক যে তাদের সর্বস্ব হারিয়েছেন সাগরে তার হিসাব নেই। সমুদ্রে দৃষ্টিভঙ্গির এই অপতৎপরতা এখনো পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। বরং সাম্প্রতিক সময়ে গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা বেড়ে যাওয়ায় মেরিটাইম খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

২০২০ সালে গিনি উপসাগরে পাইরেসির ঘটনা রেকর্ড ছুঁয়েছে। ২২টি আলাদা আলাদা ঘটনায় ১৩০ জন ক্রু অপহরণের শিকার হয়েছে। জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৮৪টি। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সাগরে অপহরণের যত ঘটনা ঘটছে, তার প্রায় ৯৫ শতাংশই ঘটছে এই অঞ্চলে।

স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র পরিবহন খাতসংশ্লিষ্ট সবাই বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বেগ। এ কারণে

তারা জোটবদ্ধভাবে এই সমস্যা মোকাবিলায় উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টারই ফসল গালফ অব গিনি ডিক্লারেশন অন সাপ্রেসন অব পাইরেসি। এখন পর্যন্ত ৯৯টি মেরিটাইম কোম্পানি, সংস্থা ও ফ্ল্যাগ স্টেট এই ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করেছে।

গিনি উপসাগরীয় অঞ্চলে চলাচলরত জাহাজগুলোর ওপর জলদস্যুদের ক্রমাগত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনও (আইএমও) নড়েচড়ে বসেছে। সংস্থাটির মহাসচিব কিতাক লিম এ অঞ্চলে নিরাপত্তা

পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। সম্প্রতি আইএমও এ বিষয়ে একটি পরিপত্রও জারি করেছে, যেখানে অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় আরও বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার বন্দরগুলোও গিনি উপসাগরে নিরাপত্তা জোরদারে নিজ নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে নাইজেরিয়ার সরকার নিজেদের সমুদ্রসীমাকে

সুরক্ষিত রাখতে ডিপ ব্লু-প্রজেক্ট নামের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার অধীনে সামরিক ও আইন প্রয়োগের অবকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে। নাইজেরিয়ান মেরিটাইম সেক্টর এজেন্সি (নিমাসা) এই মাল্টি-এজেন্সি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে দুটি স্পেশাল মিশন ভেসেল, দুটি স্পেশাল মিশন লং-রেঞ্জ এয়ারক্রাফট, ১৭টি ফাস্ট-রেসপন্স ভেসেল, তিনটি হেলিকপ্টার ও চারটি এয়ারবর্ন ড্রোন সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাবে।

সেনেগাল থেকে অ্যাঙ্গোলা পর্যন্ত বিস্তৃত গালফ অব গিনিতে উপকূল রেখা রয়েছে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার। আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে জালানি তেল ও গ্যাসসহ অন্যান্য পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিপিং জোন এটি। দৈনিক অন্তত দেড় হাজার মাছ ধরার জাহাজ, ট্যাংকার ও কার্গো শিপ চলাচল করে এই রুট দিয়ে।

উত্তর আটলান্টিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন সম্পন্ন করেছে ন্যাটো



উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে গত মে মাসে ব্রিটিশ রয়েল নেভির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় স্ট্রাইক ওয়ারিয়র এক্সারসাইজ। এই অনুশীলনে ১১টি দেশের ২০টির বেশি যুদ্ধজাহাজ, তিনটি সাবমেরিন ও ৮৪টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। এর মধ্যে ১৫টি জাহাজ ছিল ন্যাটোর চার সদস্য দেশের। যুক্তরাজ্যের ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ ও যুক্তরাষ্ট্রের আইডলিউও অ্যাফিবিয়াস রেডি গ্রুপ (এআরজি) এই অনুশীলনে অংশ নেয়।

ব্রিটিশ ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের জন্য এই অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রথমবার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর আগে এটি ছিল তাদের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা।

এদিকে ন্যাটো সম্প্রতি ডিফেন্সিভ

লাইভ-ফায়ার মিসাইল ইন্টারসেপশন এক্সারসাইজ অ্যাট-সি ডেমো/ফরমিডেবল শিল্ড সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। উত্তর আটলান্টিকে দুটি যৌথ অপারেটিং অঞ্চলে জাহাজ, যুদ্ধবিমান ও গ্রাউন্ড অ্যাসেট পাঠানোর মাধ্যমে ১০টি দেশ এই অনুশীলনে অংশ নেয়। তারা হলো বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইন্টিগ্রেটেড এয়ার অ্যান্ড মিসাইল ডিফেন্স (আইএএমডি) অনুশীলনটি ইউরোপের সবচেয়ে জটিল ও উচ্চাভিলাষী সমন্বিত আয়োজন ছিল। এতে ১৫০টি যুদ্ধকালীন ট্রেনিং সিরিয়াল ও লাইভ ইভেন্ট পরিচালিত হয়।

এই অনুশীলনের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিল ন্যাটো কমান্ড স্ট্রাকচার ও ন্যাটো ফোর্স স্ট্রাকচার হেডকোয়ার্টারস। ড্রাইভেন অ্যামিউনিশন রিডিউসড টাইম অব ফ্লাইট (ডিএআরটি) মিউনিশন, স্ট্যাণ্ডার্ড মিসাইল-টু, ইন্ডলভড সি স্পারো মিসাইল (ইএসএসএম), অ্যাস্টার ফিফটিন ও অ্যাস্টার থার্টি মিসাইলের লাইভ এনগেজমেন্ট পরিচালনা করা হয় এই অনুশীলনে।

প্রথমবারের মতো কন্যাট মিশনে অংশগ্রহণ করেছে কুইন এলিজাবেথ

যুক্তরাজ্যের ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ প্রথমবারের মতো কোনো কন্যাট মিশনে অংশ নিয়েছে। সম্প্রতি এটি ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই যুদ্ধে এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ থেকে এফ-৩৫ জেট বিমানগুলো থেকে হামলা পরিচালনা করা হয়।

এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানগুলোকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফাইটার জেট। গভীর সমুদ্রে প্রথমবারের মতো এই জেট পরিচালনা ব্রিটিশ রয়েল নেভি ও ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর মাধ্যমে মিত্রপক্ষের কাছে নিশ্চয়তা ও প্রতিপক্ষের কাছে সতর্কতার বার্তা পৌঁছে যাবে যে, গভীর সাগরে যুদ্ধবিমান থেকে হামলার পাশাপাশি আকাশেও আধিপত্য বিস্তারের শক্তিমত্তা রয়েছে যুক্তরাজ্যের।

এর আগে ভূমধ্যসাগরে ন্যাটো মিত্র ও অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে কয়েক সপ্তাহব্যাপী মহড়ায় অংশ নিলেও যুদ্ধকালীন কোনো অভিযানে এবারই

প্রথম যুক্ত হলো ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ। নৌ অনুশীলন ও আন্তর্জাতিক মহড়ার প্লাটফর্ম থেকে যুক্তরাজ্যের আইএসবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রুপটি ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায় শুরু করল।

৫০ বছরের আয়ুষ্কালের এইচএমএস কুইন এলিজাবেথের জন্যও এটি যুগান্তকারী একটি সূচনা হয়ে থাকবে। কুইন এলিজাবেথের নেতৃত্বাধীন ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ ২১ যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম মেরিটাইম ও এয়ার পাওয়ার কনসেন্ট্রেশন।

এদিকে সম্প্রতি আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ব্রিটিশ রয়েল নেভি। এই প্রথম কুইন এলিজাবেথ ক্লাসের দুটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সাগরে পরস্পর মিলিত হয়েছে। গত মে মাসে এক্সারসাইজ স্ট্রাইক ওয়ারিয়ার অনুশীলন থেকে ফেরার পথে এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ ও এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলস পরস্পর মিলিত হয়।

ন্যাটোর দুটি স্ট্যান্ডিং কাউন্টারমেজারস গ্রুপের কমান্ডে পরিবর্তন

ন্যাটোর চারটি স্ট্যান্ডিং নেভাল ফোর্সের মধ্যে দুটি ফোর্স হলো মাইন কাউন্টারমেজারস গ্রুপ। সম্প্রতি এই দুটি ফোর্সের কমান্ডে পরিবর্তন এসেছে। এর মধ্যে স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মাইন কাউন্টারমেজারস গ্রুপ ওয়ানের (এসএনএমসিএমজি ওয়ান) কমান্ডে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মাইন কাউন্টারমেজারস গ্রুপ টুর (এসএনএমসিএমজি টু) কমান্ড দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের হাতে। যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স উভয়েই প্রথমবারের মতো ন্যাটোর স্ট্যান্ডিং কাউন্টারমেজারস গ্রুপের কমান্ড পেল।

গত ১৯ জুন এসএনএমসিএমজি ওয়ানের কমান্ড হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের আগে ছয় মাসের জন্য এসএনএমসিএমজি ওয়ানের কমান্ডে ছিল নেদারল্যান্ডস। এদিকে ফ্রান্সের আগে এসএনএমসিএমজি টুর কমান্ড ছিল তুরস্কের হাতে। গত ২৩ এপ্রিল এই কমান্ড হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। এই গ্রুপে ফ্রান্স ও তুরস্ক ছাড়াও রয়েছে বুলগেরিয়া, গ্রিস, ইতালি, রোমানিয়া ও স্পেন।

ইন্দো-প্যাসিফিকে যৌথ লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে ফ্রান্স, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী

ইন্দো-প্যাসিফিকে অঞ্চলে একটি লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাইছে ফরাসি নৌবাহিনী, জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্স (জেএমএসডিএফ) ও মার্কিন নৌবাহিনী। এ লক্ষ্যে তিনটি বাহিনী গত মে মাসজুড়ে পরীক্ষামূলকভাবে রিপ্লেনিশমেন্টস-আর্ট-সি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বাহিনীগুলো পৃথকভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এর পরিকল্পনা সম্মিলিতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

ফ্রান্স, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী এই আন্তঃবিভাগীয় লজিস্টিকস ব্যবস্থার ওপর অনেকদিন ধরেই জোর দিয়ে আসছে। বহুজাতিক রিপ্লেনিশমেন্ট ব্যবস্থা চালু নিয়ে পরিকল্পনাকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশ তিনটির এই ট্রায়ালের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নতুন মাইন সুইপার ও লাইট ফ্রিগেট কমিশনিং করেছে ইরানি নৌবাহিনী

ইরানের নৌবাহিনী সম্প্রতি একটি নতুন মাইন সুইপার 'শাহীন' ও একটি নতুন লাইট ফ্রিগেট 'ডেনা'-এর কমিশনিং সম্পন্ন করেছে। হরমুজ প্রণালিতে ইরানি নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কমিশনিং করা হয়।

দেড় হাজার টনের ডেনা নৌবাহিনীর প্রজেক্ট মৌজের অধীনে নির্মিত চতুর্থ লাইট ফ্রিগেট। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সরঞ্জাম সংগ্রহ বিঘ্নিত হওয়ায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। একই কারণে এখন পর্যন্ত নির্মিত চারটি ফ্রিগেটের মধ্যে কিছু গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে শাহীন হবে ইরানি নৌবাহিনীর নতুন একটি মাইনসুইপার ক্লাসের প্রধান ভেসেল।

পাকিস্তানি নৌবাহিনীর প্রথম টাইপ ০৫৪ এ/পি ফ্রিগেটের সি ট্রায়াল শুরু

পাকিস্তানি নৌবাহিনীর নতুন টাইপ ০৫৪ এ/পি ফ্রিগেটের সি ট্রায়াল শুরু হয়েছে। মে মাসের শেষের দিকে চীনের হুডং বাংহুয়া শিপইয়ার্ড থেকে জাহাজটির ট্রায়াল শুরু হয়। এটি পাকিস্তানি নৌবাহিনীর প্রথম টাইপ ০৫৪ এ/পি ফ্রিগেট।

চীনের কাছ থেকে পাকিস্তান মোট চারটি টাইপ ০৫৪ এ/পি ফ্রিগেট কিনছে। এর মধ্যে দুটির জন্য চুক্তি হয় ২০১৭ সালে। পরে ২০১৮ সালের জুনে আরও দুটি ফ্রিগেট সরবরাহের চুক্তি করে পাকিস্তান। ২০২০ সালের আগস্টে প্রথম ফ্রিগেটের এবং চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয়টির লঞ্চিং সম্পন্ন হয়।

ফ্রান্সের আয়োজনে বহুজাতিক নৌ অনুশীলন অনুষ্ঠিত

ভারত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে সম্প্রতি বহুজাতিক নৌ অনুশীলন লা পেছজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রয়েল অস্ট্রেলিয়ান নেভি (আরএএন), ফরাসি নৌবাহিনী, ভারতীয় নৌবাহিনী, জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্স (জেএমএসডিএফ) ও মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান এই অনুশীলনে অংশ নেয়। ফরাসি নৌবাহিনীর বার্ষিক মিডশিপম্যান ডিপ্লোমেন্ট চলাকালে এই বহুজাতিক নৌ অনুশীলন আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ, সমুদ্র নজরদারিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, এয়ার অপারেশন ইত্যাদি এই অনুশীলনে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

লা পেছজ জটিল ও আধুনিক নৌ কার্যক্রম যেমন সারফেস ওয়ারফেয়ার, অ্যান্টি-এয়ার ওয়ারফেয়ার ও এয়ার ডিফেন্স এক্সারসাইজ, উইপন ফায়ারিং এক্সারসাইজ, ক্রস ডেক ফ্লাইং অপারেশনস, ট্যাকটিক্যাল ম্যানুভার ইত্যাদিতে অনুশীলন চালানো হয়। বন্ধুপ্রতিম নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অপূর্ব নিদর্শন হয়ে থাকবে এই অনুশীলন।

বিমানবাহী রণতরীতে ভারতীয় নৌবাহিনীর শৌর্য বাড়াবে বিক্রান্ত

অনেক বড় এক অর্জনের সাক্ষী হতে যাচ্ছে ভারতীয় নৌবাহিনী। এই প্রথম কোনো বিমানবাহী রণতরী নির্মাণ করেছে তারা। শিগগির আইএনএস বিক্রান্তের সি ট্রায়াল শুরু হবে। রাশিয়ায় তৈরি আইএনএস বিক্রমাদিত্য-ক্লাসের দ্বিতীয় ক্যারিয়ার এটি। বিক্রান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বহরে যুক্ত হলে জাহাজটি ভারতের নৌসক্ষমতার অন্যতম পরিচায়ক হবে।

আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত ও চীন উভয়েই নৌশক্তিতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতকে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে আইএনএস বিক্রান্ত।

গত এক দশকে বিমানবাহী রণতরীর বহর সম্প্রসারণের দিকে নজর দিয়েছে চীন। দুটি ক্যারিয়ার এরই মধ্যে চীনা নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে। আরেকটি নির্মাণাধীন রয়েছে। তবে বিমানবাহী রণতরী পরিচালনার ক্ষেত্রে চীনের পথ চলা দশ বছর হলো। বিপরীতে ভারতের রয়েছে তুলনামূলক

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ১৯৫৭ সাল থেকে বিমানবাহী রণতরী ব্যবহার করে আসছে ভারত। অভিজ্ঞতার বিচারে তাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে কেবল ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র।

অভিজ্ঞতা চীনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত। কিন্তু বিমানবাহী রণতরীর আকারের দিক থেকে তারা চীনের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ভারতের ক্যারিয়ারগুলো তুলনামূলক ছোট আকারের। এই পিছিয়ে পড়া পুষিয়ে নিতে ভারতকে সহায়তা করবে আইএনএস বিক্রান্ত।

বিক্রান্তের ডিসপ্লসমেন্ট ৪৫ হাজার টন। আর চীনা ক্যারিয়ারগুলোর ৬৫ হাজার টনের কাছাকাছি। এই হিসাবে আকারের দিক থেকে বিক্রান্ত চীনা ক্যারিয়ারগুলোর তুলনায় অনেকটাই ছোট। কিন্তু কম্প্যাক্ট ডাইমেনশন বিক্রান্তকে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। এই ডাইমেনশনের কারণে বিক্রান্তের প্রায় ৮৫ শতাংশ জায়গা ডেক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।



আধুনিক নৌ-অভিযান উপযোগিতা বাড়াচ্ছে চালকবিহীন ডুবো ড্রোন

তাক্রাশে ওড়া ড্রোনের কথা এখন সবাই জানে। কিন্তু পানির নিচে চলাচলে সক্ষম ড্রোনের পরিচিতি এখনো ঠিক সর্বজনবিদিত নয়। যদিও এই ধরনের ড্রোনের ব্যবহার হচ্ছে বেশ আগে থেকেই। এমনকি পরীক্ষামূলক ব্যবহার ছাড়িয়ে মূল ধারার কার্যক্রমে ডুবো ড্রোনকে কাজে লাগানোর প্রচলনও অনেক দিনের। অসামরিক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে নৌবাহিনীগুলোর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হয়ে গেছে এই ড্রোনগুলো, কেতাবি ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (ইউইউভি)।

এই ইউইউভি বা ডুবো ড্রোন জিনিসটা কী? সহজ ভাষায় এটি হচ্ছে এক ধরনের খুদে সাবমেরিন, যার ভেতরে কোনো চালক নেই। প্রথম দিকে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে মানুষ কর্তৃক দূরনিয়ন্ত্রিত থাকলেও বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ফলে কিছু ইউইউভি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে সক্ষম। ভেতরে বসানো কম্পিউটার ও সেন্সর দিয়ে এগুলো পরিচালিত হয়।

অসামরিক খাতে পানির নিচের বিভিন্ন গবেষণা, অনুসন্ধান বা সার্ভেইল্যান্সের কাজে ইউইউভি ব্যবহার করা হয়। তবে এর কার্যকারিতা কেবল এসব কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গত দুই দশকে ইউইউভি নৌবাহিনীর মূল কার্যক্রমের অংশ হয়ে গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন নৌ-অপারেশনে এখন এই ডুবো ড্রোনগুলোর ব্যবহার অনেক বেশি হচ্ছে।

২০০৩ সালে মার্কিন নৌবাহিনী প্রথম তাদের কার্যক্রমে ইউইউভি ব্যবহার করে। ইরাকের উদ্ভে কসরে পোর্ট ক্রিয়ারেন্সে এগুলো কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আর বর্তমানে মাইন কাউন্টারমেজার (এমসিএম), রুট সার্ভে, পোর্ট সার্ভেইল্যান্স, ওশানোগ্রাফিক ও হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং যুদ্ধ-পূর্ব গোয়েন্দা প্রস্তুতির মতো কাজে ইউইউভি বহুলভাবে ব্যবহৃত।

ইউইউভি বা ডুবো ড্রোন ১৯৫০-এর দশক থেকেই কাজ করছে। এখন বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে মোট ২৫০ ধরনের ড্রোন। ২০১৬ সালে দক্ষিণ চীন সাগরে

চীনের নৌবাহিনীর হাতে একটি মার্কিন ইউইউভি আটক হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে বেশ চাঞ্চল্য তৈরি হয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছিল, ড্রোনটি তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করছিল। মিলিটারি ডটকম নামের একটি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের শেষ দিকে মার্কিন নৌবাহিনী এই আন্ডারওয়াটার ড্রোন মোতায়েন শুরু করে।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে নেভাল অপারেশনে

বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর কার্যক্রমে ইউইউভির যা চাহিদা, এখন পর্যন্ত তার বেশির ভাগই পূরণ করা হয়েছে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ছোট ও মাঝারি আকারের ড্রোনগুলোকে সংগ্রহ করে সেগুলোর কিছু মডিফিকেশনের মাধ্যমে। সোনার, স্বয়ংক্রিয় সেন্সরযুক্ত পেলোড ও পোস্ট-মিশন অ্যানালাইসিস টুলসের মতো ফিচারযুক্ত এসব ইউইউভি অসামরিক খাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অফশোর খাতে জরিপ চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছোট আকারের কিছু ইউইউডি রয়েছে, যেগুলো ম্যান পোর্টেবল। অর্থাৎ মানুষই এসব ড্রোন কোনো ধরনের যন্ত্র বা ক্যারিয়ার ছাড়া বহন ও লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। এখন পর্যন্ত এই ধরনের ইউইউডি'র ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ইউইউডি হলো হাইড্রোডের তৈরি রেমাস ১০০, জেনারেল ডায়নামিকস মিশন সিস্টেমসের তৈরি ব্লুফিন-৯, বিএই সিস্টেমসের তৈরি রিপটাইড-৯, এলপ্রি হ্যারিস আইভার৩, টেলিডাইনের তৈরি গেভিয়া, ইসিএর তৈরি এ-৯ ইত্যাদি। অগভীর জলজ পরিবেশে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম এসব ড্রোনের জনপ্রিয়তা পাওয়ার মূল কারণ হলো এগুলো পরিবহনে বাক্সি কম, লক্ষ্য ও রিকোভারি প্রক্রিয়া সহজ এবং বিভিন্ন ধরনের পেলোড ধারণে সক্ষম।

হাইড্রোডের তৈরি রেমাস ৬০০ ও জেনারেল ডায়নামিকস মিশন সিস্টেমসের তৈরি ব্লুফিন-১২-এর মতো মাঝারি আকারের ইউইউডি'র কর্মক্ষমতা একটু বেশি হলেও এখন পর্যন্ত সেগুলোর ব্যবহার দেখা গেছে তুলনামূলক কমই। এই ড্রোনগুলো পানির একটু গভীরে যেতে পারে। পেলোড ধারণক্ষমতাও সামান্য বেশি। মাইন অপসারণ কার্যক্রমে এই ধরনের ইউইউডি দারুণ ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য আকার ও ওজন বেশি হওয়ায় এগুলোর লক্ষ্য ও রিকোভারি ক্ষেত্রে যন্ত্রের সহায়তা প্রয়োজন হয়।

এর বাইরে কিছু বড় আকারের ইউইউডিও নৌবাহিনীগুলো ব্যবহার করে। এগুলো গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন অপারেশনে যেতে সক্ষম। এই ধরনের ইউইউডি'র মধ্যে হাইড্রোডের রেমাস ৬০০০ ও কংসবার্গের হিউজিনের নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলোর বিশেষত্ব হলো, পানির অনেক গভীরে ডুব দেওয়ার সক্ষমতা। সাধারণত ৩ হাজার মিটারের বেশি গভীরে যেতে পারে এই ধরনের ইউইউডি। সমুদ্র গবেষণা, সাগরতলের বিভিন্ন জরিপ, পানির নিচে তল্লাশি চালানোর কাজে বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এগুলো।

প্রথম দিকে সামরিক কাজে যে ধরনের ইউইউডি ব্যবহার করা হতো, সেগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সাইড-স্ক্যান সোনার। এই ডুবো ড্রোনগুলোয় সমুদ্রপৃষ্ঠের ম্যাপিং ও পানির নিচে বিভিন্ন বস্তু শনাক্তকরণের জন্য সেন্সর প্যাকেজ থাকে। পরবর্তী



ফ্রান্সের ইয়েরা উপকূলে ইসিএর ইউএমআইএসএস থেকে তোলা এসএস ফেরাতোর ধ্বংসাবশেষের ছবি

সময়ে আরও বেশি সক্ষমতার সিনথেটিক অ্যাপারচার সোনার (এসএএস) পেলোড প্রযুক্তি নেভাল কমিউনিটিতে জায়গা করে নিতে থাকে। কংসবার্গ, ক্র্যাকেন রোবোটিকস, থ্যালেস, ইসিএর মতো কোম্পানিগুলো সেই সুবাদে পরিচিতি পেয়ে যায়। প্রথাগত সাইড-স্ক্যান সোনারগুলোর যে সীমাবদ্ধতা ছিল, এসএএসের মাধ্যমে সেগুলো অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। এছাড়া এগুলো বাড়তি কিছু সুবিধাও যোগ করেছে। যেমন বিস্তৃত পরিসরে উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি তোলা, আরও উন্নত হাইলাইট ডেটা, অধিকতর সার্চ রেট ইত্যাদি। তবে এসএএসের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এগুলোর প্রসেসিং বেশ জটিল, পাওয়ার কনজাম্পশনও বেশি। এছাড়া এগুলো হোস্টিং বেশ বামেলাপূর্ণ। এর জন্য অতিমাত্রায় স্থিতিশীল ও স্থির প্লাটফর্ম প্রয়োজন হয়। সাইড-স্ক্যান সোনারের চেয়ে প্রতি ইউনিট এসএএসের দামও বেশি।

বাড়ছে সক্ষমতা

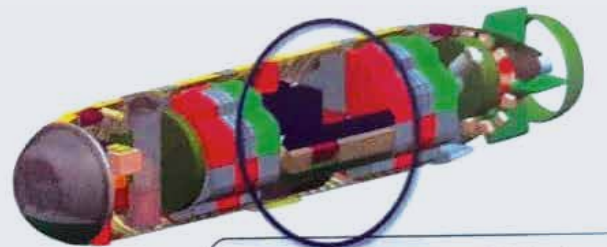
সব প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই গবেষণা ও উন্নয়ন উৎকর্ষ সাধন করে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সক্ষমতা। ইউইউডি'র ক্ষেত্রেও সেটিই হয়েছে। এই ধরনের ড্রোন প্রস্তুতকারকরা এখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে। রেঞ্জ বৃদ্ধি, আরও উন্নত নেভিগেশন, প্রসেসিং সক্ষমতা বাড়ানো, পেলোড ফ্লেক্সিবিলিটির

মতো ফিচার যোগ করা হচ্ছে এখনকার ইউইউডি'তে। এনার্জি ডেনসিটি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনাতোও এসেছে পরিবর্তন।

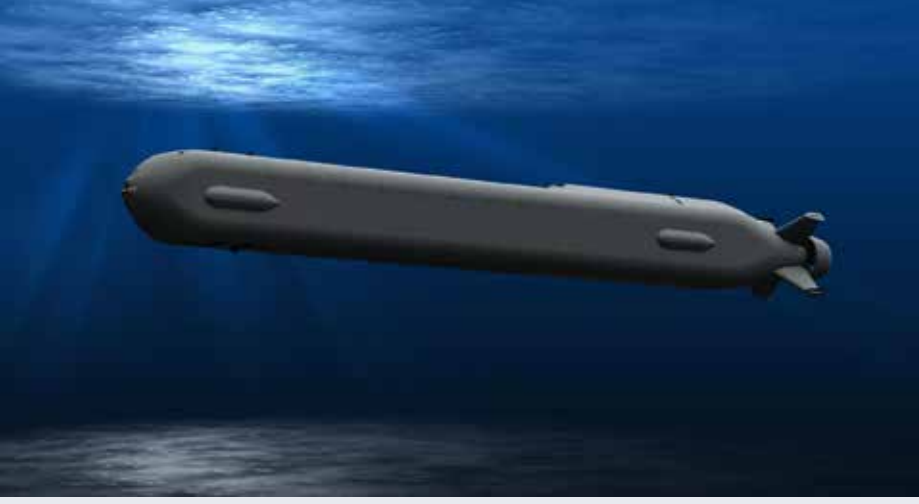
দীর্ঘদিন ধরেই গোপন নৌ-অপারেশনে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এসব অভিযান ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। শত্রুপক্ষের নজরদারির আওতায় চলে আসা, আক্রমণ বা দুর্ঘটনায় সাবমেরিনের ক্রুদের প্রাণহানির মতো অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এসব ঝুঁকি এড়াতে ইউইউডি'র চেয়ে ভালো সমাধান আর কী হতে পারে? আধুনিক যুগে এই ধরনের ডুবো ড্রোনের কার্যক্ষমতাও বেড়েছে। জরিপ চালানো, নজরদারির পাশাপাশি এখন ছোটখাটো মিসাইল হামলা চালানোর সক্ষমতাও রাখে এগুলো। এসব ইউইউডিকে দূরবর্তী মিশনে পাঠানো সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। পানির নিচে দূর থেকে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে ড্রোনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কখনো কখনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা।

ইউইউডি ম্যানুফ্যাকচারাররা এই গুরুত্ব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। এরই ফলে তারা আরও উন্নত স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর জোর দিচ্ছে। ইউইউডি'র নকশা, গঠন, ইলেকট্রিক

সাগরতলে মানবনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখবে স্নেকহেড এলডিইউডি ক্লাসের ড্রোনগুলো



Payload space available to support multiple missions including: MCM, ASW, ISR, etc.



বোয়িংয়ের তৈরি ওরকা এক্সএলইউইউডি। মানববাহিনী ছোটোখাট একটি সাবমেরিন বলা যায় একে

ও সফটওয়্যার সিস্টেম ইত্যাদি আরও কার্যকর করতে প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

কিছু ক্ষেত্রে ইউইউডিভির আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারাররা বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর সুনির্দিষ্ট চাহিদাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মার্কিন নৌবাহিনীর মিডিয়াম-ক্রাস সারফেস এমসিএম ইউইউডি নাইফিশের উদাহরণ দেওয়া যায়। এটি তৈরির সময় জেনারেল ডায়নামিকস তাদের ব্লুফিন-২১ মডেলের গভীর পানির বাগিজিক ড্রোনের সঙ্গে বাড়তি ফিচার হিসেবে বিশেষায়িত নিম্নতরঙ্গের ব্রডব্যান্ড (এলএফবিবি) সোনার যোগ করেছে।

এলএফবিবি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। এ কাজে তাদের সহায়তা করেছে আল্ট্রা ইলেকট্রনিক ওশান সিস্টেমস ও অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ ল্যাবরেটরি অব পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি। সমুদ্রপৃষ্ঠের মাটিতে পুঁতে রাখা মাইন শনাক্তকরণে বিশেষভাবে পারদর্শী এই এলএফবিবি প্রযুক্তি।

ইউইউডিভি প্রকল্পে বিভিন্ন নৌবাহিনীর তৎপরতা

স্বয়ংচালিত ডুবো ড্রোন যে বিভিন্ন নৌ-অপারেশনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নৌবাহিনীগুলো তাই ইউইউডিভি প্রকল্পকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। উন্নত দেশগুলো এই খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে এরই মধ্যে ভালো অংকের বিনিয়োগ করেছে। কারণ এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাগিজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইউইউডিভিগুলো নৌবাহিনীর অনেক মিশনই পূরণ করতে সক্ষম নয়। এর জন্য প্রয়োজন বাড়তি রেঞ্জ, দীর্ঘক্ষণ কর্মক্ষম থাকার সক্ষমতা এবং আরও বেশি পেলেড ক্যাপাসিটি। এই কারণে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী ইউইউডিভি পেতে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী এ খাতে মোটা অংকের বিনিয়োগ করছে।

মার্কিন নৌবাহিনী: বাড়তি কর্মক্ষমতার ইউইউডিভি পাওয়ার লক্ষ্যে নতুন ধরনের দুটি লং-এনডিউরেন্স মাল্টিমিশন ভেহিকল নির্মাণ প্রকল্পে পৃষ্ঠপোষকতা

করছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী। এর মধ্যে একটি হলো স্নেকহেড লার্জ ডিসপেন্সমেন্ট আনম্যানড আন্ডারসি ভেহিকল (এলডিইউইউডিভি)। অন্যটি হলো ওরকা এক্সট্রালার্জ আনম্যানড আন্ডার সি ভেহিকল (এক্সএলইউইউডিভি)। প্রথমটি সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য। দ্বিতীয়টি হারবার অথবা উভচর জাহাজ থেকে ডিপ্লয় করা যাবে।

এই দুটি ইউইউডিভি তৈরিতে যে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, তাতে অবদান রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব নেভাল রিসার্চের (ওএনআর)। এই খাতের গবেষণায় আগে থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত (এসআরডি) বিনিয়োগ করেছে তারা, যার সুফল ভোগ করছে ইউইউডিভি প্রকল্প দুটি।

স্নেকহেড এলডিইউইউডিভি ক্লাসের ড্রোনগুলো সাগরতলে মানবনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে। এগুলো মূলত সাবমেরিন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই ইউইউডিভি থাকার ফলে সাবমেরিনগুলো আরও জটিল মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। স্নেকহেড এলডিইউইউডিভি প্রকল্পের প্রথম দুটি প্রোটোটাইপ আইএনপি১ ও আইএনপি২ ২০১৭ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেয় ওএনআর। পরে সেগুলো নেভাল আন্ডারসি ওয়ারফেয়ার সেন্টারের (এনইউডব্লিউসি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। নৌবাহিনীর ইউইউডিভি স্কোয়াড্রন ওয়ান (ইউইউডিআরওএন) সেগুলো ব্যবহার করছে। প্রোটোটাইপগুলো সত্যিকারের কোনো মিশনে ব্যবহারের জন্য না হলেও সেগুলো এই স্কোয়াড্রনের সদস্য ও অপারেটরদের প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ওরকা এক্সএলইউইউডিভি নির্মাণ করা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এগুলো আসলে এক ধরনের মিনি সাবমেরিন, যেগুলো অপারেশনের জন্য নির্ধারিত এলাকায় গিয়ে প্লেভোড ডিপ্লয় করে আবার ফিরে আসতে সক্ষম। ওরকা এক্সএলইউইউডিভির প্রথম আরএফপি (রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল) প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের মার্চে। মে মাসের শেষ নাগাদ তিনটি

স্বয়ংক্রিয় ডুবো ড্রোন কর্মসূচির অধীনে একটি এক্সএলইউইউডিভি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে যুক্তরাজ্য। আরএফএ মাউন্টস বে'র ডকে এমসাবের তৈরি এস২০১ টেস্টবেড ভেহিকল দেখা যাচ্ছে



প্রোপোজাল জমা পড়ে। তবে সেপ্টেম্বরে প্রথম পর্যায়ের নকশা ও উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব পায় বোয়িং ও লকহিড মার্টিন। উভয় কোম্পানিই নির্ধারিত ১৫ মাস সময়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রোপোজাল জমা দেয়। শেষ হাসি অবশ্য হেসেছে বোয়িং। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঁচটি এক্সএলইউইউডি সরবরাহের জন্য দায়িত্ব পায় তারা। বোয়িংয়ের সঙ্গে এই চুক্তিটি ছিল ২৭ কোটি ৪৪ লাখ ডলারের।

ব্রিটিশ রয়েল নেভি: পানির নিচে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর কর্মসূচিতে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ করতে এক্সএলইউইউডিভির পক্ষে বাজি ধরেছে ব্রিটিশ নৌবাহিনী। পানির নিচের যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার কীভাবে বাড়ানো যায়, ইউইউডি প্রাটফর্মের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে কীভাবে মানুষের জীবনের ঝুঁকি কমানো যায়—সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রয়েল নেভি।

যুক্তরাজ্যের প্লাইমাউথভিত্তিক কোম্পানি এমসাব একটি মানবচালিত সাবমার্জিনাল ডেইকল তৈরি করেছিল। এস২০১ নামের সেই ডেইকলের রিসার্টিফিকেশন ও আপগ্রেডেশনের জন্য ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে এমসাবের সঙ্গে ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্সিলারেটর (ডিএএসএ) চুক্তি করে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল রয়েল নেভির ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে এক্সএলইউইউডি কতটা অবদান রাখতে পারে, কিংবা নৌবাহিনীর কাজের জন্য উপযোগী করে তুলতে এগুলোতে আর কী কী ফিচার সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে, সেটি খুঁজে বের করা। বলা যায়, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এক্সএলইউইউডি প্রকল্পের জন্য পরীক্ষাগার হিসেবে কাজ করছে এমসাবের এস২০১।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে এমসাব তাদের এস২০১-এ অটোনামাস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করে, যেন সেগুলো মনুষ্যবিহীন অপারেশনের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সি ট্রায়াল সম্পন্ন করতে পারে। এরপর তারা এস২০১-এ রয়েল নেভির চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটায় এবং পেলোড মডিফিকেশন করে। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের সি ট্রায়াল, যা এখনো চলমান। গত ফেব্রুয়ারিতে ডিএএসএর অধীনে একটি কম্পিটিশন কল ইস্যু করা হয়। এতে ট্রায়ালের জন্য নতুন সেপার ও পেলোড প্রযুক্তি আশ্রয় করা হয়। এই সেপার ও প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রো-অপটিক্যাল পেলোড, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, কমিউনিকেশনস ইলেকট্রনিক সাপোর্ট মেজার ইত্যাদি।

রয়েল অস্ট্রেলিয়ান নেভি: প্রজেক্ট সি ১৭৭৮ ফেজ ওয়ানের অধীনে সম্প্রতি মাইন কাউন্টারমেজার কার্যক্রমের জন্য বেশ কয়েকটি ইউইউডি সংগ্রহ করেছে অস্ট্রেলিয়ার নৌবাহিনী। জেনারেল ডায়নামিকস মিশন সিস্টেমসের কাছ থেকে চারটি ব্লুফিন-৯ ও তিনটি ব্লুফিন-১২ কিনেছে তারা। অস্ট্রেলিয়ার মেরিটাইম টাস্ক গ্রুপের প্রিকারসর ট্যাকটিক্যাল এমসিএম সক্ষমতা বাড়ানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

অস্ট্রেলিয়ান মাইন ওয়ারফেয়ার টিম ১৬-কে ইউইউডিগুলো ব্যবহারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইউইউডিভির পাশাপাশি দূরনিয়ন্ত্রিত মাইন অপসারণ কার্যক্রমের জন্য এই টিমের কাছে আনম্যানড



দূরপাল্লার ইউইউডিভির জন্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য 'মান্টা রে' প্রোগ্রাম চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিএআরপিএর ট্যাকটিক্যাল টেকনোলজি অফিস

সারফেস ভেসেলও (ইউএসভি) রয়েছে। ব্লুফিন-৯ ও ব্লুফিন-১২ উভয় ধরনের ইউইউডিভিতেই সোনারডাইনের তৈরি মাল্টি-অ্যাপারচার সাইড স্ক্যান সোনার সংযোজন করা হয়েছে। সোনারডাইনের দাবি, তাদের এই সোনারের কর্মদক্ষতা প্রথাগত সাইড স্ক্যান প্রযুক্তি ও এসএএসের মাঝামাঝি পর্যায়ের।

ন্যাটো: বিশ্বজুড়ে জটিল সব মিশনে ইউইউডি ব্যবহারের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। এসব মিশনে বিভিন্ন ধরনের পেলোডের প্রয়োজন হতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পানির ওপরের ইলেকট্রনিক সাইডেলিগ্যান্স অথবা সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সের জন্য প্যাসিভ আরএফ সেন্সর এবং অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের (এএসডব্লিউ) জন্য অ্যান্টিশিপ সার্চ অথবা প্যাসিভ টোড অ্যারে। ন্যাটো এই প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ভালোভাবেই অনুধাবন করছে। আর তাই তো এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে তারা।

ইতালির লা স্পেজিয়ায় অবস্থিত ন্যাটোর সেন্টার ফর মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টেশন (সিএমআরই) বেশ কয়েক বছর ধরে এএসডব্লিউ প্রজেক্টের জন্য মেরিটাইম আনম্যানড সিস্টেম নিয়ে কাজ করছে। অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারে কার্যদক্ষতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে ইউইউডি কতটা যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম, ন্যাটো দেশগুলোর সামনে সেই তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরাই সিএমআরইর এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

উপসংহার

অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার এখন প্রায় সর্বত্রই। শিল্পোৎপাদনে রোবোটিক যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে আসছে বেশ আগে থেকেই। সেবা খাতেও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে অনেক দিন ধরে। গাড়ি নির্মাণ শিল্পে বর্তমানে সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় সম্ভবত স্বয়ংচালিত গাড়ি।

বিভিন্ন মহলের ধারণা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সর্বাঙ্গিক

ব্যবহারের ফলে মানুষের কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার শঙ্কা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়েই হাজির হয়েছে। এমন কিছু বিপজ্জনক কাজ রয়েছে, যা করতে গিয়ে মানুষের প্রাণহানির ঝুঁকি তৈরি হয়। যেমন সাগরতলের মাইন শনাক্তকরণ ও অপসারণের কাজ। এসব ক্ষেত্রে যদি মানববিহীন কোনো প্রযুক্তি কাজে লাগানো যায়, তাতে মন্দ কি?

নিজের অবস্থান গোপন রেখে সাগরের পানির নিচে কোনো অভিযান চালাতে সাবমেরিন বহুল ব্যবহৃত ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত। তবে সাবমেরিন তৈরি অথবা সংগ্রহ করা অনেক ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া। এগুলো পরিচালনার ব্যয়ও অনেক বেশি। এর ওপর কোনো অপারেশনে গিয়ে যদি এগুলো প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তবে আর্থিক ক্ষতি তো রয়েছেই, পাশাপাশি ক্রুদের জীবনহানির মাধ্যমে যে ক্ষতি হবে, তা কোনো দিনই পূরণ করা সম্ভব নয়। এই কারণে সাবমেরিনের সহায়ক অথবা বিকল্প হিসেবে ইউইউডিভির ব্যবহার বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছে নৌবাহিনীগুলো।

প্রতিপক্ষের সীমানায় গিয়ে নজরদারি, কিংবা নিজেদের আকাশসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো কাজে মানবচালিত বিমানের বিকল্প হিসেবে উড়কু ড্রোনের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়েছে অনেক দিন হলো। এখন সাগরেও ডুবোড্রোনের ব্যবহার বাড়তে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার দেখা যাবে—সেটি এখনই নিশ্চিত বলে দেয়া যায়।



জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স সম্পন্নকারী জেসিও'সদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন বানোজা ঈসা খান এর অধিনায়ক কমডোর আব্দুল্লাহ-আল-মাকসুস

সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদ বিতরণ

বানোজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স সম্পন্নকারী জেসিও'সদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে ১৭ জুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বানোজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আব্দুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান

সরকারের নির্দেশনায় দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদী ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী 'অপারেশন জাটকা' এবং 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান' পরিচালনার ফলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ এখন শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। পাশাপাশি পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করেছে।

নৌবাহিনীর নিয়মিত ও কার্যকরী অভিযান পরিচালনার ফলেই দেশের বাজারে পর্যাপ্ত ইলিশের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে, যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব ইলিশ রক্ষা

করা। মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রতি বছর বাংলা সালের আশ্বিনের প্রথম পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন এবং পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন,

বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০০১ সাল হতে 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় প্রতি বছর 'মা ইলিশ ও জাটকা নিধন প্রতিরোধ' অভিযানে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ জাটকা রক্ষা অভিযান পরিচালনা করেছে। 'অপারেশন জাটকা' সৃষ্টিভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কমান্ডার বিএন ফ্লিট ও কমান্ডার ফ্লোটীলা ওয়েস্টের জাহাজসমূহ অভিযানে অংশগ্রহণ এবং নিয়মিত টহল পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাটকা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত কারেন্ট জাল স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলে পরিবারের মাঝে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবারপ্রতি ২০ কেজি হারে ভিজিএফ খাদ্যসহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আপত্বেকালীন ও মাছ ধরায় আইনি নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জেলেদের প্রণোদনার পাশাপাশি

মা ইলিশ ও জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম এ অফিসার ক্যাডেট ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স)

বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জেলেদের স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি ও গরু ছাগল পালন, ভ্যান-রিকশা প্রদান, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে।

অফিসার ক্যাডেটদের পিএলএক্স

৯ এপ্রিল বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে অফিসার ক্যাডেট ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স) অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে নানাবিধ অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের অনুশীলন করানো হয়। এর মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ এবং দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দলীয় নেতা নির্ধারণ করে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির উন্মোচন ঘটানো হয়। এছাড়া বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার নানা কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সমুদ্র মহড়া অনুষ্ঠিত

নৌবাহিনীর সমুদ্র মহড়া এসইপি ২৩ থেকে ২৬ জুন বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বানৌজা স্বাধীনতা, বানৌজা সমুদ্র অভিযান, বানৌজা

প্রত্যয়, বানৌজা দুর্জয়, বানৌজা সাগর, বানৌজা নির্ভয়, বানৌজা শাপলা, বানৌজা খাদেম, বানৌজা পদ্মা, বানৌজা অপরাজেয় ও বানৌজা অদম্য অংশগ্রহণ করে। বিএন ফ্লিটের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি বানৌজা সমুদ্র অভিযান থেকে মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। মহড়ার কর্মসূচি অনুযায়ী এলটিটি, এফডিএমএক্স, এমজিডিএক্স, এএসএমডিএক্স, ইউব্লিউএক্স, আরডিসি ফায়ারিং, এএআরওএফ, এসকটিং এক্সারসাইজ,

মেনাবেক্স, ইনডেক্স মহড়া সফলভাবে পরিচালনা করা হয়।

এমসিপিও কোর্সের সনদ বিতরণ

বানৌজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অ্যাডভান্স লিডারশিপ কোর্স ফর এমসিপিও এ/২০২১ এর সনদ ৬ মে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বানৌজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। প্রধান অতিথি সফলভাবে কৃতকার্য

জেসিওদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

এক্সারসাইজ ডে আউট অ্যাট সি

সমুদ্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় নৌকর্মকর্তাদের দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে ২৫ এপ্রিল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ব্যানকুয়েট হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মিডশিপম্যান এবং নবীন কর্মকর্তাগণকে দশটি দলে ভাগ করা হয়। দলগুলোকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে দেওয়া হয়, যা তারা দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট।

নৌবাহিনী প্রধানের চট্টগ্রাম

নৌঅঞ্চল সফর

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেছেন। এ সময় তিনি বানৌজা সমুদ্র অভিযান যোগে সমুদ্রে গমন করেন এবং বানৌজা প্রত্যাশার এফএল-৩০০০এন সারফেস টু এয়ার মিসাইল (এসএএম) ফায়ারিং পর্যবেক্ষণ করেন।

এ সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আসা ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল বানৌজা প্রত্যয়যোগে সমুদ্রে গমন করে বানৌজা প্রত্যাশা এফএল-৩০০০এন সারফেস

জুনিয়র স্টাফ কোর্সের কর্মকর্তাগণ নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন





বানোজা তিতুমীর ঘাঁটিতে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে আন্তঃবিভাগ অ্যাসল্ট ও সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতার একটি মুহূর্ত

টু এয়ার মিসাইল (এসএএম) ফায়ারিং অবলোকন করেন।

এ্যাডভান্স লিডারশিপ কোর্সের উদ্বোধন

বানোজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ২৫ এপ্রিল ঘাঁটির অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ্যাডভান্স লিডারশিপ ফর এমসিপিও এ/২০২১ কোর্সের উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের অধীনে চালুকৃত জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বানোজা ঈসা খানের ট্রেনিং উইং পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি জেসিও'স এবং পিও'সদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী জেসিও'সদের উদ্দেশ্যে কোর্সের গুরুত্ব উল্লেখ করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বানোজা ঈসা খানে সিনিয়র সেইলস্ লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স এবং পিও ডিঅ্যান্ডএল কোর্সের উদ্বোধন

বানোজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সেইলস্ লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স এবং পিও ডিঅ্যান্ডএল কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৩ মে ঈসা খান হ্যাঙ্গারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি ছিলেন বানোজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বেসিক এয়ার অবজারভার কোর্সের সনদ বিতরণ

নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারের সম্মেলন কক্ষে তৃতীয় বেসিক এয়ার অবজারভার কোর্সের সনদ বিতরণ করা হয়েছে ৮ জুন। অনুষ্ঠানে নেভাল এভিয়েশনের কমডোর এম মঈনুল হাসান, (এনডি), বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

আন্তঃবিভাগ অ্যাসল্ট ও সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি বানোজা তিতুমীরে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অ্যাসল্ট ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আন্তঃবিভাগ অ্যাসল্ট এবং সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা এ/২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠান ২৩ মে হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা নৌঅঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ,

এএফডব্লিউসি, পিএসসি।

প্রতিযোগিতার ১২টি ইভেন্টে ১০৪ জন নবীন নাবিক অংশগ্রহণ করেন। চারটি বিভাগের মধ্যে গানডেক বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। কোভিড-১৯ মহামারির সংকটময় পরিস্থিতিতে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা এবং সরকারের প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ কমান্ডারের নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার পরিদর্শন

আর্মি এভিয়েশনের গ্রুপ কমান্ডার মেজর জেনারেল আলমগীর হোসেন, ওএসপি, এসজিপি, পিএসসি ১৪ জুন নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কমডোর নেভাল এভিয়েশন কমডোর এম মঈনুল হাসান, (এনডি), বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

নৌঘাঁটি সোলামকে আইএসও সনদ প্রদান

খুলনার লবণচরায় অবস্থিত নৌঘাঁটি সোলামকে (স্কুল অব লজিস্টিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) ১ এপ্রিল আইএসও সনদ প্রদান করা হয়। সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (লজিস্টিক্স) রিয়ার এডমিরাল এম লোকমানুর রহমান, এনবিপি, এনজিপি, এনডিইউ, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান নির্মাণাধীন ১০ তলা ট্রেনিং ব্লক ও প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি ঘাঁটির এসএম ব্যারাকের সামনে একটি ফলদ বৃক্ষরোপণ করেন। এ সময় তিনি সোলামের প্রশিক্ষণ ও ঘাঁটির উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে যেকোনো সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

বিএন হেলিকপ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বিএন হেলিকপ্টারের (এসওভিএইচএ) ২ হাজার ৪০০ ঘণ্টা বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ব্রিটিশ টেকনেশিয়ানের সহায়তায় ২৯ জুন পরিচালনা করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের মাঝে সনদ দেওয়া হয়। সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নেভাল এভিয়েশন মেইনটেন্যান্স উইংয়ের ট্রেনিং কমান্ডার এম মামুনুর রহমান, (এল), পিএসসি, বিএন। অনুষ্ঠানে হেলিকপ্টার ফ্লাইট লাইনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন।

লাইভ রেসকিউ এক্সারসাইজ

বিমান বাহিনীর ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার লাইভ রেসকিউ এক্সারসাইজ বঙ্গোপসাগরের বহির্নোঙরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ জুন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কমসোয়াডসের ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপ এবং নৌকমান্ডো গ্রুপ (এসবিএস) বোট সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমান্ডো দল ও ডুবুরিরা আন্তঃবাহিনীর বিভিন্ন এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে লজিস্টিক্স সাপোর্ট প্রদান করে আসছে।

জাতিসংঘ মিশনে



দক্ষিণ সুদানের মালাকালে অপারেশন লাইফলাইনে গমনের পূর্বে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কর্তৃক ব্রিফিং প্রদান

কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের মাঙ্গালা টিওবি পরিদর্শন

অপারেশন লাইফলাইন-৪৬ লেগ-২ শেষে ক্রু রোটেশনের জন্য ব্যানএফএমইউ জুবা থেকে ১২ জন মেরিন সদস্যের ১টি প্রতিনিধিদল ৬ এপ্রিল মাঙ্গালা টিওবিতে আসেন। কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মোসায়দ হোসেন, (ট্যাজ), বিসিজিএম, এফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন দলের নেতৃত্ব দেন। অপারেশন অফিসার এবং সিনিয়র মেডিকেল অফিসার এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দল মাঙ্গালায় পৌঁছানোর পর কন্টিনজেন্ট কমান্ডার অপারেশন লাইফলাইনে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ক্রুদের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় এবং অপারেশন লাইফলাইন সূষ্ঠাভাবে শেষ করার জন্য সাধুবাদ জানান। পরে

মাঙ্গালায় অপারেশন লাইফলাইন-৪৭ এর লোডিং এবং এসডিআরপির জন্য অবস্থানরত মেরিনারদের উদ্দেশ্যে রিভার পেট্রোল পরিচালনায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। লাইফলাইনে অংশগ্রহণকারী বার্জ ও ব্যানএফএমইউর এলপিসিসমূহ পরিদর্শন শেষে জুবা ঘাঁটিতে ফিরে যায় প্রতিনিধি দল।

সেক্টর জুবা কমান্ডারের মাঙ্গালা টিওবি পরিদর্শন

অপারেশন লাইফলাইন-৪৭ লেগ-১ এ যোগদানের উদ্দেশ্যে ২০ এপ্রিল ব্যানএফএমইউ জুবা থেকে ১৮ জন সদস্যের ১টি দল মাঙ্গালা টিওবিতে আসে। সেক্টর জুবার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এরদেনেবাত বাতসুরি ও সেক্টর জুবার চিফ অব স্টাফ লে. কর্নেল মারকোস মেদিনাসহ আরও ৪ জন

কর্মকর্তা প্রতিনিধি দলের সাথে মাঙ্গালা পরিদর্শনে আসেন। এ সময় অপারেশন অফিসার প্রতিনিধি দলকে অপারেশন লাইফলাইন সম্পর্কে ব্রিফ করেন।

রিভারাইন পেট্রোল

ব্যানএফএমইউ মালাকাল এপ্রিল থেকে মে পর্যন্ত তিন মাসে ১৫টি রিভারাইন পেট্রোল পরিচালনা করেছে। পেট্রোলসমূহ ১০টি গন্তব্যে যাতায়াত করেছে এবং প্রতিটি পেট্রোলে ৩টি করে এলপিসি ৪৮০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এসব পেট্রালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে আনমিসের (ইউনাইটেড ন্যাশন মিশন ইন সাউথ সুদান) উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কী

লিডারশিপ অ্যানগেজমেন্ট) এবং ইউএন পিলার সংস্থাসমূহের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাসিক পরিকল্পনার পাশাপাশি জুন মাসে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ৩টি বিশেষ রিভারাইন পেট্রোল পরিচালনা করেছে।

অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইন-৪৭ (লেগ-১) এর কনভয় ২১ এপ্রিল মাঙ্গালা থেকে যাত্রা শুরু করে ৩০ এপ্রিল ব্যানএফএমইউ মালাকাল ঘাঁটির আনমিস ল্যান্ডিং স্টেশন এসে পৌঁছায়। অপারেশন লাইফলাইনের প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউ ইউএন'র রসদ এবং জ্বালানি সরবরাহকারী বার্জ কনভয়সমূহকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট সদস্যরা।

দক্ষিণ সুদানে আযান ও কিরাত প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ সুদানের জুবায়ে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ব্যানএফএমইউ-৬ এর নৌসদস্যদের মাঝে আযান, কিরাত ও ইসলামিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ এপ্রিল। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মোসায়দ হোসেন, (ট্যাজ), বিসিজিএম, এফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন। বিজয়ী জেসিও'স, পিও'স ও নাবিকদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুরূপ প্রতিযোগিতা মালাকালেও অনুষ্ঠিত হয়।

মালাকালে বার্ষিক বনভোজন

ব্যানএফএমইউ মালাকালে 'বার্ষিক বনভোজন-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রিভারাইন পেট্রোলে টহলরত
ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্ট





ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কর্তৃক স্থানীয় একটি বাজারে জনসাধারণের জন্য ফিল্ড টয়লেট ও হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট হস্তান্তর করা হয়

বনভোজন উপলক্ষে ইনভোর ও আউটডোর খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া রিভারভিউ পয়েন্টে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দুপুরে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে কন্টিনজেন্টের সকল কর্মকর্তা ও নাবিক অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন

২৯ মে যথাযথ মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২১' পালন করা হয়। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাথে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও মত বিনিময় করেন। কন্টিনজেন্টের মনোনীত কর্মকর্তা ও নৌসদস্য কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইউএন হাউসের ব্যানইঞ্জিনিয়ার-৪ (সমন্বয়কারী ইউনিট) এ উপস্থিত থেকে ভিডিও টেলিকনফারেন্স অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। একই কর্মসূচি ব্যানএফএমইউ মালাকালে পালন করা হয়।

দক্ষিণ সুদানের জুবায় নৌসদস্যদের ভ্যাকসিন গ্রহণ

৫ মে ব্যানএফএমইউ জুবা কন্টিনজেন্টের লেভেল-১ হাসপাতালে কোভিড-১৯ এর ১ম ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মোসায়েদ হোসেন, (ট্যাজ), বিসিজিএম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএনসহ কন্টিনজেন্টের সকল সদস্যকে এদিন কোভিড-১৯ এর ১ম

ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩০ জুন সকল কর্মকর্তা ও নাবিক ২য় ডোজ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

কান্দি সিনিয়র রিথ্রেজেন্টেটিভ অব বাংলাদেশ এর ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন

কান্দি সিনিয়র রিথ্রেজেন্টেটিভ অব বাংলাদেশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামীম কামাল, এনডিইউ, এফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল ১২ এপ্রিল মালাকাল কন্টিনজেন্ট সফর করেন। এসময় কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। অপারেশনস অফিসার কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের উপর ব্রিফিং করেন এবং নীলনদে একটি ডিসিবি বোটে করে অপারেশনাল ওরিয়েন্টেশন করান।

ব্যানএফএমইউ মালাকাল ও জুবা কন্টিনজেন্টে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন



তিনি ১৩ এপ্রিল সেন্টর কমান্ডার নর্থ এবং এইচওএফও মালাকালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সকল কর্মকর্তা ও নাবিকের সাথে দরবারে অংশগ্রহণ করে সকল নৌসদস্যের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ তথা সশস্ত্র বাহিনীর সুনাম যাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন। তিনি ব্যানএফএমইউ অফিস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। ১৪ এপ্রিল জুবায় উদ্দেশ্যে তিনি মালাকাল কন্টিনজেন্ট ত্যাগ করেন।

হোয়াইট নাইল নদীতে বিকল নৌযানকে কারিগরী সহায়তা

বোটপুল সেক্টি হোয়াইট নাইল নদীতে ২৫ এপ্রিল একটি বিকল নৌযান দেখতে পায়। এ তথ্য কর্তব্যরত মেরিন সেকশনের কাছে পৌঁছালে তারা ১টি এলপিসি নিয়ে দ্রুত নৌযানটির কাছে যান। এতে নৌযানে থাকা ভীতসন্ত্রস্ত যাত্রীরা আশ্বস্ত হন। পরে ব্যানএফএমইউর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার এবং নৌযানটির মিস্ত্রি ইঞ্জিন মেরামত করলে আবার তারা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন

ব্যানএফএমইউ মালাকালে স্থানীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে মালাকাল কন্টিনজেন্টের পক্ষ থেকে একটি ফিল্ড টয়লেট এবং হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট ২৯ এপ্রিল ডব্লিউএফপির ল্যাভিং সাইটের কাছে

অবস্থিত মার্কেটের সুপারভাইজারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে স্থানীয় জনগণ স্যানিটেশন সুবিধা পেয়ে বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পবিত্র মাহে রমজানে ইফতার মাহফিল

৩ মে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নৌসদস্য ডাইনিং হলে ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মোসায়েদ হোসেন, (ট্যাজ), বিসিজিএম, এফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন। কন্টিনজেন্টের সকল কর্মকর্তা ও নৌসদস্য ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

এসআরএসজির ব্যানএফএমইউ পরিদর্শন

স্পেশাল রিথ্রেজেন্টেটিভ টু সেক্রেটারি জেনারেল (এসআরএসজি) নিকোলাস হাইসম ১৯ মে ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে কন্টিনজেন্ট অধিনায়ক তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ও গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এ সময় অপারেশনস অফিসার কন্টিনজেন্টের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিফ প্রদান করেন। পরে ডিসিবি বোটে করে অপারেশনাল ওরিয়েন্টেশনের জন্য রিভারাইন পেট্রোল পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শন শেষে তিনি পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্টের বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।



বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১ উপলক্ষে দক্ষিণ সুদানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

যথাযথ ভাবগম্ভীর্য ও আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ব্যানএফএমইউতে (জুবা) ১৩ মে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করা হয়েছে। কন্টিনজেন্টের মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। জামাত শেষে ভারপ্রাপ্ত কন্টিনজেন্ট কমান্ডার আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, (সি), বিএন সকল অফিসার ও নৌসদস্যদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঈদ উপলক্ষে নৌসদস্যদের উন্নত মানের খাবার পবিবেশন করা হয়। বিকালে নৌসদস্যদের বিনোদনের জন্য ডাইনিং হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুরূপ কর্মসূচি ব্যানএফএমইউ মালাকালেও পালিত হয়।

দক্ষিণ সুদানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য ‘বাস্তুসংস্থার সংরক্ষণ’ এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং বৃক্ষরোপণকে সম্প্রসারিত করতে দক্ষিণ সুদানের আপার নাইল স্টেটের ডাইরেক্টর জেনারেল অব এগ্রিকালচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট্রি অনুমোদনক্রমে ৫ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। একই কর্মসূচি ব্যানএফএমইউ (জুবা) কন্টিনজেন্টেও পালন করা হয়।

যানবাহন উদ্ধার অভিযান

সেক্টর কমান্ডার নর্থের মালাকাল আইএফএইচ লেভেল-২ ইউনিটের কনটেইনার বোম্বাই একটি ফর্ক লিফট

রাস্তার পাশে উল্টে যায় ২ জুন। দুর্ঘটনাকবলিত যানটি উদ্ধারের জন্য মালাকাল কন্টিনজেন্টের কাছে সহায়তা চাওয়া হয়। কন্টিনজেন্টের ১টি ক্রেন ও সদস্যরা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে লিফট উদ্ধার করেন। আইএফএইচ লেভেল-২ এর অধিনায়ক এবং সেক্টর কমান্ডার সফলভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করায় ব্যানএফএমইউয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এভিয়েশন সেফটি প্রশিক্ষণ

আনমিস এভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত ভিটিসির মাধ্যমে এভিয়েশন সেফটির উপর একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ জুন। প্রশিক্ষণে ব্যানএফএমইউ সন্মেলন কর্মক্ষে মনোনিীত কর্মকর্তা এবং নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মালাকালে উইকিং মহড়া

ব্যানএফএমইউ মালাকালে অপারেশন লাইফলাইন বার্জে একটি উইকিং মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ জুন। মহড়ায় ইউক্রেন এভিয়েশনের একটি এমআই-৮ হেলিকপ্টার একজন যুদ্ধাহত ব্যক্তিকে লাইফলাইন বার্জ থেকে উইকিং করার মাধ্যমে জীবন রক্ষার জন্য লেভেল-২ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আনমিসের ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল মাইন উল্লাহ চৌধুরী, ওএসপি, এসউইপি, এফডব্লিউসি, পিএসসিসহ ৯ জন এফএইচকিউ স্টাফ অফিসার মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন। সফলভাবে মহড়া সম্পন্ন করার জন্য ডেপুটি ফোর্স

কমান্ডার অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উইকিং মহড়া আনমিসের অন্যতম বড় যৌথ সামরিক মহড়া। ২০১৮ সালের পরে সর্বপ্রথম এই মহড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিটের তথা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভাবমূর্তি বিশ্বদরবারে সমুন্নত হয়েছে।

টেবিল টপ এক্সারসাইজ

সেক্টর নর্থের সন্মেলন কর্মক্ষে ১৬ জুন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি টেবিল টপ এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। এক্সারসাইজে মালাকাল কন্টিনজেন্ট অধিনায়ক ও অগ্নি অফিসার অংশগ্রহণ করেন। ইউনিটের চলমান বিভিন্ন অপারেশন যেমন অপারেশন

লাইফলাইন, রিভারাইন পেট্রোলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতির কৃত্রিমভাবে উদ্ভব ঘটানো হয় এবং ইউনিটের রেসপন্স যাচাই করা হয়। একই পদ্ধতিতে একটি ইনফেন্ট্রি কোম্পানি থেকে একজন আহত কর্মকর্তাকে উদ্ধারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

আনমিস ফোর্স কমান্ডারের মালাকাল পরিদর্শন

২৪ জুন আনমিস ফোর্স কমান্ডার লে. জেনারেল শৈলেশ টিনাইকার সেক্টর নর্থ পরিদর্শন করেন। এ সময় কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে কন্টিনজেন্টের অধিনায়কসহ ফোর্স কমান্ডার স্টেট নাইলে যান এবং সেখানে জরুরি ওষুধ, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মানবিক সহায়তা হিসেবে হস্তান্তর করেন। পরে তিনি তাঁর সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। এতে সেক্টর নর্থের উচ্চ পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ইউনিটের কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত দক্ষতার প্রশংসা করেন ফোর্স কমান্ডার।

জুবায়ে ড্রিল ও ক্ষুদ্রাঙ্গ স্ট্রিপিং অনুশীলন

২ জুন ব্যানএফএমইউ জুবা কন্টিনজেন্টের প্যারেড গ্রাউন্ডে কিউআরএফ ড্রিল অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুশীলনে গানারি অফিসার উপস্থিত থেকে ড্রিল প্রত্যক্ষ করেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং প্রদান করেন।

জুবা ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে ক্ষুদ্রাঙ্গ স্ট্রিপিং অনুশীলনের পূর্বে ব্রিফিং প্রদান





নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে বিআইডব্লিউটিএর জন্য বোলার্ড পুল টাগ বোট নির্মাণকাজের কিল লেইং করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

নারায়ণগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর টাগ বোট নির্মাণকাজের কিল লেইং

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে ১২ জুন বিআইডব্লিউটিএর জন্য ১০টি ১২টন বোলার্ড পুল টাগ বোট নির্মাণকাজের কিল লেইং অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অন্যদের মধ্যে শিপইয়ার্ডের পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পর্ষদের সদস্য, উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্মাণাধীন এ সকল টাগ বোটের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ২৮ মিটার, প্রস্থ ৮ দশমিক ৫ মিটার এবং প্রতি ঘণ্টায় ১১ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। টাগ বোট নির্মাণে ২৩ মে বিআইডব্লিউটিএ ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টাগ বোট নির্মাণ আমাদের দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এর ফলে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে জাতীয়

অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এসব টাগ বোট ডিজাইনের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমাদৃত প্রতিষ্ঠান রবার্ট অ্যালান লি. থেকে ডিজাইন সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির সদস্য লয়েডস রেজিস্টারকে নিয়োজিত করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএর আরও ৭টি টাগ বোট নির্মাণের চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন

রয়েছে। নদীর নাব্যতা রক্ষার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় নদী ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ তাদের নিজস্ব ড্রেজার দিয়ে ধারাবাহিকভাবে নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ড্রেজার নন-প্রপেলার হওয়ায় একে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের জন্য টাগ বোটের প্রয়োজন হয়। নির্মিতব্য এই টাগ বোটসমূহ যেকোনো আকারের

ড্রেজার খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে সক্ষম হবে। আগামী দুই বছরের মধ্যে টাগ বোটগুলো বিআইডব্লিউটিএর কাছে হস্তান্তর করা যাবে আশা করা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এটি ব্রিটিশ কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর এটি বিআইডিসি এবং পরে বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ঐতিহ্যবাহী এই শিপইয়ার্ড দেশের প্রথম সামরিক জাহাজ বানোজা পাবনা নির্মাণ করে। পরে এই শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য আরও ৪টি জাহাজ নির্মাণ করা হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠানটি লাভের মুখ দেখতে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের পর থেকে ধীরে ধীরে এটি একটি লাভজনক শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে সফলতার সাথে বোট ও জাহাজ সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে। এ ধরনের বোট তৈরির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বাংলাদেশকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের

চট্টগ্রাম ড্রাইডক অফিসার্স আবাসিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





খুলনায় রেশন ইস্যু পয়েন্ট উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

সহায়তা নিতে হতো। এখন থেকে দেশেই এ ধরনের উন্নত মানের বোট তৈরি সম্ভব হবে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। বোটসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

খুলনা শিপইয়ার্ডে ডাইভিং বোটের কিল লেয়িং

খুলনা শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মিতব্য ৩টি ডাইভিং বোটের কিল লেয়িং ১০ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম জাকিরুল ইসলাম, (ই), এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সকল জিএম, সকল ডিজিএম, সকল উপ-প্রধান প্রকৌশলী ও

ব্যবস্থাপক, সকল ওআইসি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং মনোনীত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম ড্রাইডক অফিসার্স আবাসিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডের অফিসার্স আবাসিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ২৮ জুন আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) ও ড্রাইডক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। একই দিন জিই (নেভি) দক্ষিণের এমইএস ওআরএস ৬ তলা আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান। এ সময় সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল), সহকারী নৌপ্রধান (ম্যাটেরিয়াল) ও

বিএন ফ্লিট কমান্ডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে নৌবাহিনী প্রধান কোয়ার্টার চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

খুলনায় রেশন ইস্যু পয়েন্ট উদ্বোধন

নাবিক কলোনী খুলনায় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি নামফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ৭ জুন রেশন ইস্যু পয়েন্টের উদ্বোধন করেন। এ সময় সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) ও সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিক্স) সহ অন্য কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জিআরপি সার্ভে বোটের কিল লেয়িং

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য নির্মিতব্য ৪টি জিআরপি সার্ভে বোটের কিল লেয়িং অনুষ্ঠিত হয়েছে ২১ জুন। অনুষ্ঠানে খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম জাকিরুল ইসলাম, (ই), এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সকল জিএম, সকল ডিজিএম, সকল উপ-প্রধান প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপক, সকল ওআইসি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং মনোনীত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফিসারিজ রিসার্চ ভেসেল লঞ্চিং

৭ জুন খুলনা শিপইয়ার্ডের রিভার সাইড পার্কে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য নির্মিত ফিসারিজ রিসার্চ ভেসেল 'এমভি বিএফআরআই রিসার্চ তরী' লঞ্চিং এর বিশেষ মূহুর্ত

গবেষণা তরী'র লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম জাকিরুল ইসলাম, (ই), এনডিসি, পিএসসি, বিএনসহ বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জুলফিকার আলী, প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আবুল বাশার ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. হাসিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় উপশম এনেক্স ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

খুলনার বানোজা উপশম এনেক্স ভবনের বর্ধিত অংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ৭ জুন আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল), সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিক্স), খুলনা নৌঅঞ্চলের কমান্ডার, ফ্লোটিলা ওয়েস্ট কমান্ডার ও মেডিকেল সার্ভিসেসের পরিচালকসহ খুলনা নৌঅঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য নির্মিত ফিসারিজ রিসার্চ ভেসেল 'এমভি বিএফআরআই রিসার্চ তরী' লঞ্চিং এর বিশেষ মূহুর্ত





নৌসদর প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১' এর উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

নৌবাহিনী প্রধানের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উদ্বোধন

‘মুজিববর্ষে অঙ্গীকার করি, সোনার বাংলা সবুজ করি’ এই মূলমন্ত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উদ্যোগে ‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১’ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার তত্ত্বাবধানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি,

এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি নৌসদর প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করে ৫ জুন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় নৌসদরে কর্মরত প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণও একটি করে গাছের চারা রোপণ করেন। পরে কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। কর্মসূচির আওতায় নৌবাহিনীর সকল নৌঅঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফলদ, ভেষজ, কাঠ ও ছায়া প্রদানকারী বিভিন্ন

গাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধনের পর নৌবাহিনী প্রধান বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের নৌসদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক হারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে নৌসদর

ও ঢাকায় কর্মরত সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে পালন করা হয়।

নৌবাহিনী প্রধানের চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ২৬ জুন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরসূচির অংশ হিসেবে তিনি বানোজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘এক্সিলেন্স ইন ইন্সট্রাকশন অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তিনি ২০২০ সালের জন্য নির্বাচিত বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির সিম্যানশিপ স্কুলে কর্মরত ওবাইদুল হক, এসসিপিও (এক্স) (জিআই)-কে সেরা চৌকস প্রশিক্ষক সম্মাননা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ‘সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গতিশীল হবে এবং প্রশিক্ষকদের মনোবল অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এই সম্মাননা নৌসদস্যদের অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতির পাশাপাশি সকল প্রশিক্ষকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানে আন্তরিকতা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।’

বানোজা উষ্ণায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বানোজা উষ্ণায় বিনোদন কক্ষে ৬

বানোজা ঈসা খানে ‘সেরা চৌকস প্রশিক্ষক সম্মাননা প্রদান-২০২০’ অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ৪ ইঞ্চি গান পরিদর্শনে বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীরা

এপ্রিল তাঁর জীবনীর ওপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ঘাঁটির সামরিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অংশগ্রহণ করেন। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঈসা খান গানারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলে প্রশিক্ষণরত এফসি-৩/বি, এফসি-৩/ই ও এফসি-৩/ডি ক্লাসের প্রশিক্ষণার্থীরা ৪, ২১ ও ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ৪ ইঞ্চি গান পরিদর্শন করেন। এ সময় ১ জন প্রশিক্ষকসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ২০ মে ঈসা খান গানারি স্কুলে প্রশিক্ষণরত এফসি-২ ক্লাসের প্রশিক্ষণার্থীগণ বিএনএ'র ৪ ইঞ্চি গান পরিদর্শন করেন।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিএনএ পরিদর্শন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ১৮ মে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ওয়াক রাউন্ড এবং কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট তাঁকে একাডেমির প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অবহিত করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির অন্যান্য অফিসার ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১৭ মে তিনি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি শহীদ মোয়াজ্জমের কর্মকর্তা ও নাবিকদের চলমান বিভিন্ন কোর্সের

কারিকুলাম সম্পর্কে অবহিত হন এবং শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়ক ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিদলের বিএনএ পরিদর্শন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করে। এ সময় প্রতিনিধি দল একাডেমির কমান্ড্যান্টের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে মত বিনিময় করেন। পরে প্রতিনিধি দল বিএনএতে কর্মরত অন্যান্য প্রশিক্ষক কর্মকর্তাদের সাথে

মত বিনিময় করে।

কোভিডের টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত

বিশ্বে চলমান মহামারি করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ৭ এপ্রিল সারা দেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ডোজ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নৌঅঞ্চলগুলোতে কর্মরত নৌসদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং সামরিক-অসামরিক ব্যক্তিদের টিকাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে ১৪ মে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বানৌজা হাজী মহসীন মসজিদে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন। নৌসদস্যের পিএসওগণ, নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা, বানৌজা হাজী মহসীনের অধিনায়ক, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ঈদের জামাতে উপস্থিত ছিলেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদ ও নাবিক কলোনি মসজিদে পর্যায়ক্রমে একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের নামাজ শেষে বর্তমান করোনা

সংক্রমণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয়। নামাজ শেষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্ব-স্ব জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়ক এবং এরিয়া কমান্ডারগণ ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ দিন দুপুরে জাহাজ ও ঘাঁটিতে বসবাসকারী নাবিকদের জন্য প্রীতিভোজ এবং হাসপাতালসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। ঈদের দিন সকল ঘাঁটি ও জাহাজে কালার্স থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়।

বানৌজা সহায়ক ডিকমিশনিং

বানৌজা সহায়ক ডি-কমিশনিং করা হয়েছে ২২ জুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন ঘাঁটি, জাহাজ ও সংস্থার কর্মকর্তা ও নাবিকগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শব-ই-কদর পালন

৯ মে দিবাগত রাতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র শব-ই-কদর পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি এবং নাবিক কলোনির মসজিদে বাদ এশা করোনা প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি, দেশের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র

বিএনএ পরিদর্শনকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিরা একাডেমির কমান্ড্যান্টের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন





বিএনএর প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় তাঁদের আঁকা ছবি দেখছেন একাডেমির ডাইরেক্টর অব স্টাডিস

বাহিনীর উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সের কার্যক্রম পরিদর্শন

নৌপ্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের পরিচালক ক্যাপ্টেন এস এম শরিফ-উল ইসলাম, (এন), এনপিপি, পিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন ১৬ জুন ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কোর্সের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চলমান সিনিয়র সেইলর'স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স-বি/২০২১এ অংশগ্রহণকারী জেসিও'স প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে লিডারশিপ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

ঈসা খানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বর্ষণমুখর সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৭ জুন। এ সময় বানোজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বানোজা ঈসা খানে মিট অ্যান্ড গ্রিট

বানোজা ঈসা খান ঘাঁটিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে ঘাঁটির ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৪ জুন। অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে বানোজা ঈসা খানের অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ফারজানা বেগম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

বিএনএতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ৫ মে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমির ডাইরেক্টর অব স্টাডিস। এছাড়া একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডারসহ

অন্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। একাডেমি গ্রন্থাগারে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১৫ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেন। ৩টি বিভাগের মধ্যে ফক্সল বিভাগ প্রথম স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন।

পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পের চেক হস্তান্তর

বানোজা ঈসা খানের কমান্ডার কমডোর আবদুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন ১৬ জুন সাবেক নৌবাহিনী সদস্য মো. মিনহাজুল ইসলাম, সিপিও এর সহধর্মিণী ও সন্তানদের কাছে পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পের ৫ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। ৪ এপ্রিল কর্তব্যরত অবস্থায় মো. মিনহাজুল ইসলাম, সিপিও চট্টগ্রামের সপ্টগোলা রেল ক্রসিং এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নৌবাহিনীর বানোজা ঈসা খানে কর্মরত ছিলেন।

নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার রক্ষণাবেক্ষণ

নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে বিএন এমপিএ ও হেলিকপ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ১২ এপ্রিল এভিয়েশনের নিজস্ব জনবল দ্বারা হ্যাঙ্গার মেইনটেন্যান্স অফিসারের তত্ত্বাবধানে ফ্লোর মোরামত করা হয়। এছাড়া নিরাপদ উড্ডয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৫ এপ্রিল বিএন এমপিএ-৮৩০৬

এর আট বছর পূর্তিতে প্রথম স্ট্রাকচারাল সিগনিফিকেন্ট ইন্সপেকশন (এসএসআই) সিডিউল রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এর অংশ হিসেবে এমপিএ ফ্লাইট লাইনে কর্মরত মেইনটেন্যান্স ক্রুরা অন্যান্য পরিদর্শন কার্যক্রমের পাশাপাশি মেইন ল্যান্ডিং গিয়ারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিদর্শন করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল কমান্ডারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির সিক-বেতে সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখার সহায়তায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ১৯ জুন। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটির মনোনীত কর্মকর্তা ও নাবিকগণ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বিএন হেলিকপ্টার রক্ষণাবেক্ষণ

৩ মে নিরাপদ উড্ডয়ন নিশ্চিত করতে নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে বিএন হেলিকপ্টারের ২৪তম ১০০ ঘণ্টা সিডিউল রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে হেলিকপ্টার ফ্লাইট লাইনে কর্মরত মেইনটেন্যান্স ক্রুরা অন্যান্য পরিদর্শন কার্যক্রমের পাশাপাশি ইঞ্জিন এবং এনভায়রমেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেমের (ইসিএস) বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিদর্শন করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়





মালদ্বীপের ডিফেন্স ফোর্স চিফ খুলনা নৌঅঞ্চল সফরকালে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন

নেভাল অভিযেশনে করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে পরামর্শ সভা

দেশজুড়ে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ মোকাবিলায় সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ২২ জুন নেভাল অভিযেশন টারমাকে সকল কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স, নাবিক ও অসামরিক কর্মচারীর উদ্দেশ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেন। এ সময় তিনি কোভিড-১৯ এর ডেল্টা ভেরিয়েন্ট সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি মাস্ক পরিধান করা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং জনবহুল এলাকায় যাতায়াত এড়িয়ে চলার নির্দেশনা দেন। এছাড়া তিনি কর্মস্থলে সকলকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা এবং নিজ পরিবারকে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন।

মালদ্বীপের ডিফেন্স ফোর্স চিফের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের চিফ মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহ শামাল,

এমএ, এমএসসি, এনডিইউ, পিএসসি সস্ত্রীক ৫ জন সফরসঙ্গীসহ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন ৫ এপ্রিল। তিনি নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুলনা শিপইয়ার্ড ও করমজল পরিদর্শন করেন।

নেভাল অভিযেশনে ফায়ার অ্যান্ড ক্রাশ ড্রিল এক্সারসাইজ

নেভাল অভিযেশন হাঙ্গারের টারমাকে এয়ারক্রাফটসমূহের মেজর ফায়ার রোধে ফায়ারম্যানদের 'ফায়ার অ্যান্ড ক্রাশ' ড্রিলের উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ২২ জুন। প্রশিক্ষণে নেভাল অভিযেশনে কর্মরত সকল ফায়ারম্যান এবং কর্মকর্তা ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন।

এএফডব্লিউসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

১৪ জুন এএফডব্লিউসি ব্যাচের দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক কর্মকর্তাগণ খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ উপলক্ষে খুলনা

নৌঅঞ্চলের কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে সফরকারী দলের উদ্দেশ্যে ফেয়ারওয়ে মান্টিপারপাস হলে বিহিংয়ের আয়োজন করা হয়।

বানৌজা শাহ-আমানতের ডি-কমিশনিং

দীর্ঘ ৩০ বছর সফলতার সাথে সমুদ্রে অপারেশন ও নৌবাহিনীর সহায়তামূলক কাজ পরিচালনার পর মোংলা নেভাল জেটিতে বানৌজা শাহ-আমানতকে ডি-কমিশনিং করা হয়েছে ২২ জুন। খুলনা নৌঅঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী নৌবাহিনীর বহর থেকে বানৌজা শাহ-আমানতকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডি-কমিশনিং করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাহাজটি দীর্ঘদিন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত নৌবাহিনীর জাহাজসমূহকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। খুলনা নৌঅঞ্চলের নৌবহরের জন্য বানৌজা শাহ-আমানত ছিল প্রথম সারির অক্সিলারি জাহাজ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ত্রাণ, ওষুধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিল এই জাহাজটি। নৌবহরে যুক্ত হওয়ার পর থেকে জাহাজটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নৌবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও নাবিক পেশাগত জ্ঞান ও

দক্ষতা অর্জন করেছেন। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেওয়া অস্ট্রেলিয়ান স্টিল কার্গো ল্যান্ডিং বার্জকে বানৌজা শাহ-আমানত নামে ১৯৯০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ল্যান্ডিং ক্রাফট লজিস্টিক ভেসেল হিসেবে কমিশনিং করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অপারেশনাল কার্যের সমন্বয়যোগী সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনে জাহাজটিকে নৌবহর থেকে ডি-কমিশনিং করা হয়।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাঙালি জীবনে পহেলা বৈশাখের সূর্য নিয়ে আসে নতুন বার্তা। সুদীর্ঘকাল ধরে নতুন আঙ্গিক, রূপ, বর্ণ ও বৈচিত্র্য নিয়ে বাঙালির জীবনে বারবার ঘুরে আসে পহেলা বৈশাখ। বাঙালির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ ১৪২৮ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে নৌঅঞ্চলসমূহে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নৌবাহিনী প্রধানের বাণীসমূহ কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনানো হয়।

নেভাল অভিযেশনে ফায়ার অ্যান্ড ক্রাশ ড্রিল এক্সারসাইজের একাংশ





বিএনএ ট্রেনিং কমান্ডার কর্তৃক ক্রসকান্টি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ক্যাডেটদের মাঝে পুরস্কার প্রদান

বিএনএ ফুটবল প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল ক্যাডেটদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ফক্সল, মেইনটপ এবং কোয়ার্টারডেক বিভাগ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে মেইনটপ বিভাগ বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় ক্যাডেটদের সাথে বিএনএতে কর্মরত কর্মকর্তারাও খেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডার উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএনএ ক্যাডেটদের ক্রসকান্টি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট,

মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্টি অফিসারদের অংশগ্রহণে ক্রস-কান্টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮ এপ্রিল। প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়ে যাওয়ার অমিত সন্ধানকে বিকশিত করে এই প্রতিযোগিতা। একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রসকান্টি প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন।

বিএনএ ক্যাডেটদের সাঁতার প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সুইমিংপুলে ক্যাডেটদের সাঁতার

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল। দশটি ক্যাটাগরিতে ৪৪ জন ক্যাডেট এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে ফক্সল এবং মেইনটপ বিভাগ প্রথম স্থান অধিকার করে। একাডেমির কমান্ড্যান্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় একাডেমির অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাঁতার প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমসে নৌবাহিনীর সাফল্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমস ২০২০’ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ এপ্রিল। অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার ১৯টি

ইভেন্টে ১১টি স্বর্ণপদক অর্জন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৮টি ইভেন্টের মধ্যে ৬টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গেমসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইসমাইল হোসেন দ্রুততম মানব ও শিরিন আক্তার দ্রুততম মানবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

চট্টগ্রামে নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামের পরিচালনা পর্ষদ পুনঃগঠনের জন্য প্রথমবারের মতো স্কুল ও কলেজ শাখায় শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯ জুন। এতে কলেজ শাখার ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান নির্বাচিত হন। স্কুল শাখা থেকে দুজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীরা হচ্ছেন স্কুল শাখার কো-অর্ডিনেটর ও গণিত বিষয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। কলেজ অধ্যক্ষে ও সভাপতিত্বে প্রার্থীদের এজেন্টের উপস্থিতিতে মোট ৮০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ বিজয়ী হন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ক্যাডেটদের অংশগ্রহণে ফুটবল প্রতিযোগিতার বিশেষ মুহূর্ত



‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১’ উপলক্ষে একটি গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

সকল নৌঅঞ্চলে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান বাস্তবায়ন

‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১’-এর অংশ হিসেবে ৫ জুন কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল একটি গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। বৃক্ষরোপণের সময় বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিকদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে একই দিন চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের

ব্যবস্থাপনায় সারা দেশের মতো সকল নৌঅঞ্চলে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। ৫ জুন থেকে এ ক্যাম্পেইন শুরু হয়। ঢাকায় বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। কর্মসূচিতে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে একই দিন চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানের বিদায়ী সংবর্ধনা

বিদায়ী সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানের বিদায়ী সংবর্ধনা বিএন সেন্ট্রাল ওয়ার্ডরুমে ২১ জুন ও ৮ জুন অনুষ্ঠিত

হয়েছে। অনুষ্ঠানে সাবেক সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ, নৌবাহিনী প্রধান, নব নিযুক্ত সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ সন্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও বিদায়ী সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন অধ্যক্ষের বিদায়ী সংবর্ধনা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের অধ্যক্ষ জেবুন নেহার বিদায়ী সংবর্ধনা ২৪ জুন অনুষ্ঠিত

বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বিএনএতে মিডশিপম্যান ২০১৮/বি ব্যাচ এবং ডিইও ২০২১/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে মহিলা কর্মকর্তাদের অ্যাপুলেট পরিবেশে দেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে

বিদায়ী অধ্যক্ষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে মিডশিপম্যান ২০১৮/বি ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২১/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত থেকে মহিলা কর্মকর্তাদের অ্যাপুলেট পরিবেশে দেন। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ

ও বিএন লেডিস ক্লাবের আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যানগণ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাপ্তাইয়ে ঈদ শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ

বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখা ৯ মে ঈদ শুভেচ্ছা উপহার বিতরণের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান সুরাইয়া জেসমিন। এছাড়া কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের ঈদের শুভেচ্ছা উপহার দেওয়া হয়।

বিএনএফডব্লিউএ চেয়ারম্যানের চট্টগ্রাম সফর

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ২৮ জুন চট্টগ্রাম সফর করেন। এ সময় বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত ‘বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১’ এর উদ্বোধন করেন। পরে তিনি বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের হলরুমে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক ও কার্যনির্বাহী সদস্যগণ, বিএন লেডিস

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





করোনা মহামারিতে কাপ্তাইয়ে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান করেন বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান সুরাইয়া জেসমিন

ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম নাওমী নাহরীন আজাদ ও কার্যনির্বাহী সদস্যগণ, বিএন লেডিস ক্লাব কাপ্তাইয়ের চেয়ারম্যান এবং সিজিএফডাব্লিউএয়ের কার্যনির্বাহী সদস্যগণ ও আমন্ত্রিত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কাপ্তাইয়ে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে মানবিক সহায়তা

করোনা মহামারিতে বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার অসহায়, গরিব ও দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

করেছে ২৭ এপ্রিল। ত্রাণ বিতরণকালে প্রধান অতিথি ছিলেন বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান সুরাইয়া জেসমিন। এছাড়া বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স প্রধানের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স প্রধান মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহ শামাল তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ফিরাসাসহ ৫ এপ্রিল খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার উদ্যোগে বানৌজা তিতুমীরের ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত ভিডিওচিত্রে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান এবং অত্যাধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তুলতে বর্তমান সরকারের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান মুসলিমা চৌধুরী এবং বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম আলেয়া আকতারসহ খুলনা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স প্রধান মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহ শামালের স্ত্রী মিসেস ফাতিমা ফিরাসার সম্মানে বিএন লেডিস ক্লাব, খুলনা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়



ব্যাটল অব কোরাল সি

নৌযুদ্ধের ইতিহাসে পালাবদলের সাক্ষী কোরাল সাগরে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধ। সাগরের বুকে যুদ্ধ হলেও এতে মূল ভূমিকা রেখেছিল যুদ্ধবিমান। বিমানবাহী রণতরীকে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেও প্রথম দেখেছিল বিশ্ব। বলা যায়, নতুন যুগের নৌযুদ্ধের সূচনা করেছিল ব্যাটল অব কোরাল সি।



১৯৪২ সালের মে মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা তখন পুরোদমে বাজছে। মিত্র ও অক্ষশক্তি একে অপরকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টায় মরিয়া। এমনই এক পরিস্থিতিতে ৪-৮ মে সংঘটিত হয় ব্যাটল অব কোরাল সি। ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভি (আইজেএন) এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার নৌ-বিমান সম্মিলিত শক্তির মধ্যে প্রথম বড় কোনো নৌযুদ্ধ এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্যাসিফিক থিয়েটারে সংঘটিত এই যুদ্ধের বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুই পক্ষের বিমানবাহী রণতরীগুলো সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। আর দ্বিতীয়ত, দুই পক্ষের জাহাজগুলো একে অন্যের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করেই আক্রমণ পরিচালনা করছিল।

১৯৪১ সালের কথা। জাপান একের পর এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিচ্ছে দেখে যুক্তরাষ্ট্র তাদের জ্বালানি তেলের সরবরাহ বন্ধ করে দিল। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র তাদের মিত্র ব্রিটেনকে সাহায্য করলেও যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়নি। জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালিয়ে নিলেও হঠাৎ করে সেই বছরের ৭ ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের অন্যতম নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবারে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। একই সাথে মিডওয়ে, গুয়াম, ওয়েক আইল্যান্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর ও সাংহাইয়ে আক্রমণ করে তারা। এর পরদিনই যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫ ডিসেম্বর একটি জাপানি বাণিজ্যিক জাহাজ ও পরের বছরের ২৭ জানুয়ারি জাপানের একটি সাবমেরিন ডুবিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

১ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ও ইয়র্কটাইন থেকে যুদ্ধবিমান প্রথমবারের মতো গিলবার্ট ও মার্শাল দ্বীপে জাপানি সেনাদের ওপর হামলা চালিয়ে তিনটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। সেই বছরের মে মাসের আগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে দুই দেশের নৌ ও বিমানবাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল। তবে বড় ধরনের নৌযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ব্যাটল অব কোরাল সি-এর মাধ্যমেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই গ্রোটার ইস্ট এশিয়া কো-প্রসপারিটি স্ফেয়ার নীতির আলোকে শক্তিশালী নৌবাহিনীর জোরে জাপান একটু একটু করে পুরো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দখল করে নিচ্ছিল। এ সময়ে ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভি জেনারেল স্টাফ চাইছিল ব্রিটিশরা যেন তাদের মিত্রের সহায়তা না পায়, সেই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় অভিযান চালাতে। কিন্তু এত দূরে গিয়ে একবারে সৈন্য পরিবহন করে যুদ্ধ করা সম্ভব না বিধায় এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন দেশটির আর্মি জেনারেলরা। এই সময়ে জাপানের প্যাসিফিক অঞ্চলের ফোর্থ ফ্লিটের কমান্ডার অ্যাডমিরাল শিগেওসি ইনোয়ে একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন। তিনি সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত তুলাগি এবং নিউগিনির পোর্ট মোসবি দখল করার কৌশলগত সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়া দখল না করে দেশটির সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সাপ্লাই লাইন কেটে দিতে পারলে জাপানের জন্য ‘সাপও মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না’ সুবিধা এনে দেবে।

তাই শেষ পর্যন্ত তুলাগি ও পোর্ট মোসবি দখল করার সিদ্ধান্ত নেয় জাপান। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন মো। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে সেনাদের ল্যান্ডিং করার স্থান নির্বাচন করতে গোপন মিশনে দুটি সাবমেরিন আরও-৩৩ ও আরও-৩৪ পাঠানো হয়। তবে জাপান আক্রমণ করতে যাচ্ছে, এই মর্মে খবর পেয়ে যান যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-গোয়েন্দারা।

দুটো দ্বীপই যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রবাহিনীর জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাপান এখানে বিমানঘাঁটি করলে আশপাশের কয়েকশ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা মার্কিন নৌ ও বিমানঘাঁটিগুলো হামলার ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াতেও জাপানের দূরপাল্লার বোমা হামলা চালানো সহজ হয়ে যাবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ফ্লিট কমান্ডার অ্যাডমিরাল চেস্টার উইলিয়াম নিমিৎজ জাপানি অ্যাডমিরাল শিগেওসি ইনোয়ের পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে পাল্টা নৌবহর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেয় অস্ট্রেলিয়ার নৌ ও বিমানবাহিনী।

এই যুদ্ধে জাপানের সমুখ আক্রমণকারী ফোর্সকে এয়ার সাপোর্ট প্রদান করে শকাবু ও যুইকাবু নামের দুটি ফ্লিট ক্যারিয়ারের নেতৃত্বে মূল স্ট্রাইক ফোর্স এবং লাইট ক্যারিয়ার ‘শোহো’। জাপানিদের তিনটি ক্যারিয়ারে মোট ১৩৯টি যুদ্ধবিমান ছিল। ১২টি সেনা পরিবহনকারী জাহাজকে প্রটেকশন দিতে ও ভূমিতে হামলার জন্য ৯টি ক্রুজার ও ১৫টি ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ জাপানের বহরে যোগ দেয়। এছাড়া নেভাল

মাইন অপসারণের জন্য পাঁচটি মাইন সুইপার, শত্রুর জন্য মাইনের ফাঁদ পাততে দুটি মাইন লেয়ার, শত্রুর সাবমেরিনকে ধাওয়া ও ধ্বংস করতে দুটি সাবমেরিন চেজার, মাঝসাগরে যুদ্ধজাহাজে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল সরবরাহ করতে একটি অয়েল ট্যাংকার ও শত্রু জাহাজের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে একটি লং রেঞ্জ সি-প্লেন ক্যারিয়ার তাদের বহরে যুক্ত হয়। সুতরাং সেই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের রাজারা যে রাজার বেশেই হামলা করতে এসেছিল কোরাল সাগরে, তা পরিষ্কার। জাপানের ফ্লিট ক্যারিয়ার দুটির কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে রিয়ার অ্যাডমিরাল তাকেও তাকাগি ও রিয়ার অ্যাডমিরাল চুইচি হারা।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র পার্ল হারবারে হামলার ঘটনায় পাঁচটি ব্যাটলশিপসহ ১৮টি যুদ্ধজাহাজ হারিয়ে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারা ১২৮টি যুদ্ধবিমান বহনকারী দুটি বিশাল আকারের ফ্লিট ক্যারিয়ার নিয়ে কোরাল সাগরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এগুলোর সুরক্ষা ও সেনা পরিবহনের জন্য ছিল ১৪টি ডেস্ট্রয়ার ও আটটি ক্রুজার। এছাড়া জরুরি তেল সরবরাহের জন্য দুটি ট্যাংকার জাহাজ মার্কিন যুদ্ধবহরে ছিল।

ঐ সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি বিমানবাহী রণতরী অবস্থান করছিল। এগুলোর মধ্যে ভাইস অ্যাডমিরাল হ্যালসির অধীনে থাকা ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ও ইউএসএস হরনেট মাত্রই জাপানের মূল ভূখণ্ডে বোম্বিং মিশন শেষ করে ঘাঁটিতে ফেরায় তড়িঘড়ি করে আবার যুদ্ধে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সারাটোগা নামের আরেকটি ক্যারিয়ার কিছুদিন আগেই জাপানি সাবমেরিনের টর্পেডো হামলার শিকার হওয়ায় সেটিকে মেরামতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তাই ইউএসএস ইয়র্কটাইন ও লেঞ্জিংটন নামের দুটো ফ্লিট ক্যারিয়ারকেই কোরাল সাগরে পাঠাতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের কমান্ডার ছিল যথাক্রমে রিয়ার অ্যাডমিরাল ফ্র্যাংক জে ফ্লেচার ও রিয়ার অ্যাডমিরাল অব্রে ফিচ।

একটা সময় নৌযুদ্ধ বলতে কেবল দুই দেশের শক্তিশালী জাহাজ পরস্পরকে নিজেদের ভারী ভারী



সাগরের বুকে যুদ্ধ হলেও কোরাল সি যুদ্ধে মূল ভূমিকা রেখেছিল যুদ্ধবিমান

কামানের রেঞ্জে এনে গোলাবর্ষণ করা বোঝাতো। কিন্তু 'ব্যাটল অব কোরাল সি'-তে নতুন যুগের নৌযুদ্ধের সূচনা হয়। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুই দেশের বিমানবাহী রণতরী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষের রণতরীগুলো পরস্পরের ১৩০ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়ে। তখনকার দিনে আজকের মতো এত উন্নত রাডার ছিল না। তাই শত্রু জাহাজ না দেখেই নেভি শিপের কমান্ডার আক্রমণ পরিচালনা করছেন—এমন যুদ্ধও আগে হয়নি। কোরাল সি-এর সেই যুদ্ধেই প্রথমবার এমনটা দেখা গিয়েছিল। আসলে এই নৌযুদ্ধে জাহাজ থেকে সরাসরি গোলাবর্ষণ নয়, বরং নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিল বিমানবাহী রণতরীগুলো থেকে শত্রুপক্ষের ওপর হামলা পরিচালনাকারী যুদ্ধবিমানগুলো।

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস লেঞ্জিংটন ডুবে যায়। এছাড়া একটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি অয়েল ট্যাংকারও ডুবে যায় এবং ফ্লিট ক্যারিয়ার ইয়র্কটাইন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মার্কিনরা ৬৯টি যুদ্ধবিমান ও ৬৫৬ জন নাবিক-পাইলটকে হারায়। অন্যদিকে যুদ্ধে জাপানের লাইট এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার শোহো ডুবে যায়। এছাড়া একটি ডেস্ট্রয়ার ও তিনটি মাইন সুইপার ডুবে যায়। পাশাপাশি তাদের ফ্লিট ক্যারিয়ার শকাকু, একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ট্রান্সপোর্ট শিপ, একটি ছোট যুদ্ধজাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া যুদ্ধ-পরবর্তী অপারেশনে মার্কিন সাপ্লাই লাইন ধ্বংস করতে আসা পাঁচটি জাপানি সাবমেরিনের মধ্যে একটি ডুবিয়ে দেয় মার্কিন সাবমেরিন টাউটগ। সব মিলিয়ে জাপানের ১৩ হাজার ৯০০ টন ও যুক্তরাষ্ট্রের ৬২ হাজার ৬০০ টন সক্ষমতার জাহাজ ডুবে যায়।

নৌযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হয় ডুবে যাওয়া জাহাজের ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাটল অব কোরাল সি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় এক জয় ছিল। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম কোনো জাপানি ইনভেশন ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয় তারা। এছাড়া জাপানি নৌবাহিনী যে অজেয় নৌশক্তি নয়, তাও দেখিয়ে দেয় তারা। মার্কিনরা এই যুদ্ধ থেকে পাওয়া শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাস কাজে লাগায় পরের মাসে সংঘটিত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নৌযুদ্ধ ব্যাটল অব মিডওয়ে-তে।

যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যকার এই প্রথম যুদ্ধের ফলাফল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল। এছাড়া এটি নতুন যুগের এক নৌযুদ্ধের দ্বারও উন্মোচন করেছিল। বিমানবাহী রণতরীভিত্তিক যুদ্ধকৌশল সেই যে ব্যাটল অব কোরাল সি-তে দেখা গিয়েছিল, তা আজও চালু আছে। হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে।

বিমানবাহী রণতরীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সূচনা হয় নতুন যুগের নৌযুদ্ধের



